৫

বিশ্বাসমন্ত্রের গঠন

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী

খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনে প্রথম কয়েকটি সার্বজনীন মহাসভা

আদি খ্রীষ্টানগণ ত্বরিৎ কোন দর্শন বা ঐশতত্ত্ব হাজির করেননি। তারা যীশুর সাক্ষ্যদান করেছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর পিতা, শাস্ত্রের সেই এক ঈশ্বর সম্বন্ধে বলেছেন। যীশু মারা গিয়েছিলেন, কিন্তু "তোমরা এই যে যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিলে, পরমেশ্বর তাঁকেই ক'রে তুলেছেন প্রভু, তাঁকেই করেছেন খ্রীষ্ট" (শিষ্যচরিত ২:২৪,৩৬)। 'প্রভু' কথাটি শাস্ত্রে ঈশ্বরকে দেয়া একটি আখ্যা। আর তাই তো ঈশ্বর তাঁর নিজের নামটিই দিয়েছেন তাঁর পুত্র যীশুকে (ফিলিপ্পীয় ২:৬-১১)। অর্থাৎ বলা চলে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের খুব কাছাকাছি। মানুষ হওয়ার আগে যীশু ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন অনেকটা প্রবচন-পুস্তক ৮ অধ্যায়ে বর্ণিত সেই ঐশ প্রজ্ঞারই মত। তিনি সৃষ্টিকর্মে অংশগ্রহণ করেন (কলসীয় ১:১৫ ও পরবর্তী পদ)। যোহনের মঙ্গলসমাচারের শুরুতে বলা আছে, যীশু হলেন দেহধারী ঐশবাণী, এই বাণীরই দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। গ্রীক ভাষায় বাণী হল logos, ল্যাটিন ভাষায় Verbum। Logos শব্দটি বাইবেলীয়। প্রায়ই তা পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের বাণীকে নির্দেশ ক'রে থাকে। কিন্তু গ্রীক দার্শনিকগণও logos সম্বন্ধে বলে গেছেন। তবে তারা logos বলতে চিন্তা বা ঐশী ইচ্ছা বুঝিয়েছেন। তাই দেখা যায় উভয়ক্ষেত্রে চিন্তার একটি যোগসূত্র ছিল।

নতুন নিয়মে আমরা সর্বপ্রথম বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি, বিশ্বাস-মন্ত্রের একটি রূপরেখা দেখতে পাই। দীক্ষাস্নান ও খ্রীষ্টযজ্ঞের উপাসনার মধ্যে বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি ছিল। শাস্ত্রের কথার মাধ্যমে খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ তাদের বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করতেন। কিন্তু তারা সে সময় যে পরিমণ্ডলে বাস করতেন, সেখানে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে বোধগম্য ক'রে তুলে ধরতে হত, আর তাই তাদেরকে তা এমনভাবে বুঝিয়ে দিতে হত যা প্রথম দৃষ্টিতে সামঞ্জস্যহীন মনে হত, যেমন কি ক'রে ঈশ্বর অদ্বিতীয় এবং একই সঙ্গে পিতা ও পুত্র? কি ক'রে একজন মানুষ এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে, জীবনযাপন ক'রে ও শেষে মারা গিয়েও তিনি আবার ঈশ্বর হতে পারেন, যেখানে ঈশ্বর মানেই তো যিনি সর্বপ্রকার পরিবর্তনের অতীত? এসব প্রশ্নের উত্তরদান থেকেই খ্রীষ্টীয় ঐশবিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু বিভিন্নমুখী চিন্তাস্রোত এগিয়ে চলতেই থাকল, এবং এক সময় বিভিন্নমুখী চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করতে হল। এটাই বিভিন্ন মহাসভার কাজ যেখানে খ্রীষ্টমণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ ধর্মপালদের সম্মিলিত করা হল।

প্রতি রবিবার আমরা আমাদের গির্জাগুলোতে নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করি। বিভিন্ন চিন্তাধারা নির্বিঘ্ন আদান-প্রদানের মাধ্যমে এ মন্ত্রটির উদ্ভব হয়নি, বরং এর জন্য ভয়ানক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, যা ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন প্রশ্নকে ছাড়িয়ে যেত। নানাবিধ মানুষ, কৃষ্টি, অঞ্চল; নির্বাসন; সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক রক্তাক্ত বিক্ষিপ্ত লড়াই ও হস্তক্ষেপ ইত্যাদি সবকিছু মিলে আমাদের বিশ্বাসমন্ত্রের উৎপত্তির পটভূমি।

॥ ১ ॥ কিভাবে যীশু খ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর হতে পারেন ?

১। আরীয় সংকটের সূচনা

দ্বিতীয় শতাব্দী হতে খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারা তার বাইবেলীয় একেশ্বরবাদ ও দীক্ষাস্নানকালীন ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বরে বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি রক্ষার্থে চেষ্টা করতে গিয়ে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত হয়। কেউ কেউ মনে করত ঈশ্বর একাধারে পিতা ও পুত্র, এবং বলা চলে পুত্রের ন্যায় পিতাও যাতনাভোগ করেছেন। অন্যেরা অবশ্য পিতা ও তাঁর পুত্রের মধ্যে, পিতা ও তাঁর বাণীর মধ্যে একটা পার্থক্য করার উপর বিশেষ জোর দেন। পুত্র ঈশ্বর বটে, কিন্তু ঠিক একইভাবে পিতার ন্যায় নন; পুত্র ছিলেন পিতার অধীন বা অধস্তন। পিতা কর্তৃক পোষ্যকরণের মাধ্যমে যীশু মানুষ হয়েও ঈশ্বরত্ব লাভ করলেন। শাস্ত্রের কোন কোন উক্তিতে এ অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (যোহন ১৪:২৮)। বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে গ্রীক ও ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করায় অর্থগত বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

খ্রীষ্টমণ্ডলীর উপর নির্যাতন প্রশমিত হওয়ার আগে বিভিন্ন মতানৈক্যগুলো মূলতঃ কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু ৩১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে তা দ্রুত গোটা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই আলেকজান্দ্রিয়া মণ্ডলীতে যে সংকটের উৎপত্তি হয়েছিল, তা অচিরেই সমগ্র প্রাচ্য মণ্ডলীকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলল। আলেকজান্দ্রিয়ার কোন এক ধর্মপল্লীর একজন কড়া ও শ্রদ্ধাভাজন যাজক ছিলেন আরিয়ুস। তার আগের অন্যান্য আরও অনেকের মত [৬৪]
তিনিও এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ তার মতে, ঈশ্বর এমনই এক সত্তা, একমাত্র যাঁর কোন শুরু নেই। যদি এই ঈশ্বর পিতা হয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই কোন এক সময় তিনি কোন পুত্রের জন্ম দিয়েছেন। কাজেই পুত্রের একটা শুরু অবশ্যই ছিল। স্বভাবে তিনি হুবহু পিতার মত ছিলেন না; তিনি পিতার অধস্তন ছিলেন। আরিয়ুস তার মতের সমর্থনে বাইবেলের প্রবচন পুস্তকের ৮:২২ এবং যোহন ১৪:২৮ পদকে কাজে লাগান। পরিশেষে, তাকে তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণ করতে দিয়ে ও তাঁর সঙ্গে জয়ী হতে আহ্বান করার মধ্য দিয়ে যীশু মানুষকে পরিত্রাণ দিলেন।

কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপাল আলেকজাণ্ডার আরিয়ুসের উপরোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর মতে, পুত্র অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী অনাদি অনন্তকাল থেকে পিতার সমকক্ষ ছিলেন। বাণী যদি পুরোপুরি ঈশ্বর না হয়ে

[৬৪] ধর্মতত্ত্বের সংঘর্ষমূলক বিরুদ্ধতা

আরিয়ুস	আলেকজাণ্ডার
১। অনাদি অনন্তকাল থেকে ঐশবাণী পিতার সঙ্গে সহাবস্থান করেননি।	১। আদি থেকে ঐশ বাণী পিতার সঙ্গে সহাবস্থান করেছেন।
২। ঐশ বাণী শূন্য থেকে হয়েছেন।	২। ঐশ বাণী সৃষ্ট হননি, বরং তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।
৩। স্বভাবে ঐশ বাণী পুত্র নন এবং ঠিক পিতা হতে উদ্ভূত নন।	৩। ঐশবাণী দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে নয়, কিন্তু স্বভাবেই পুত্র।
৪। পুত্রের স্বভাব পিতার স্বভাব হতে উদ্ভূত নয়।	৪। ঐশ বাণীর স্বভাব পিতার স্বভাবের সমকক্ষ।
৫। পিতার ইচ্ছার ফলশ্রুতিতেই পুত্রের অস্তিত্ব শুরু হয়েছিল।	৫। পিতার পরম সত্তার সহভাগিতায় ঐশ বাণী অস্তিত্ব পান।
৬। স্বভাবগতভাবেই ঐশ বাণী দৈহিক ও নৈতিক পরিবর্তন সাপেক্ষ।	৬। ঐশ বাণী, যিনি স্বভাবে ঐশ্বরিক, তিনি পরিবর্তন সাপেক্ষ যেমন নন, দুঃখভোগ সাপেক্ষও নন।

থাকেন, তাহলে মানুষও কখনো পুরোপুরি ঈশ্বরত্ব লাভ করত না, কেননা মানুষ হয়ে যিনি জন্ম গ্রহণ করলেন তিনি পুরোপুরি ঈশ্বর নন। তাহলে মানুষও পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। যখন বৈঠক ও আলাপ-আলোচনায় কোন ফল হল না, তখন আরিয়ুস ও তার এক ডজন অনুসারীকে মণ্ডলীচ্যুত করা হয় (৩১৮ খ্রীঃঅঃ)। অবশ্য আরিয়ুস তার বিরুদ্ধে এই শাস্তিকে মেনে নেননি ঃ তিনি তার অনুসারীদের সঙ্গে দেখা করতে যান। প্রাচ্যে তাদের সংখ্যা ছিল বিপুল। এরা তার অভিমতকে শিক্ষাপরম্পরা বলে গণ্য ক'রে থাকে। এ নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় গোলযোগ বেধে গেল। হাটে-বাজারে ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ধর্মতাত্ত্বিক অবমাননা চলতে থাকল। তার ধ্যান-ধারণা বিপক্ষ দলের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার্থে
[৬৫] আরিয়ুস বই-পত্র লিখলেন ও গান রচনা করলেন।
[৬৬] লিসিনিয়াসের উপর বিজয়ী হওয়ার পর থেকে কনস্টান্টাইন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হন। সেই থেকে তিনি প্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, এটা ছিল শুধুই শব্দ নিয়ে মতানৈক্য। প্রত্যেকেরই উচিত পুনর্মিলিত হবার জন্য সচেষ্ট হওয়া। যেহেতু বিশৃঙ্খলা চলতেই থাকল, তাই তিনি সকল ধর্মপালকে এক মহাসভায় একত্রিত করার জন্য মনস্থির করলেন।

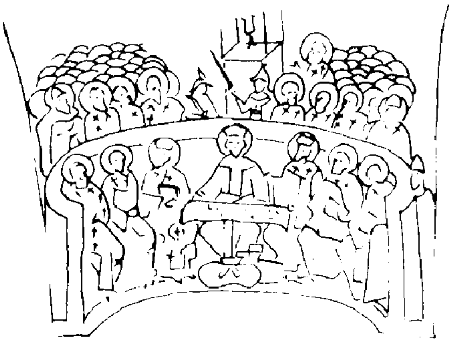

নাইসিয় মহাসভা। ষোড়শ শতাব্দীর বুলগেরীয় দেওয়াল চিত্র।

২। নিসিয়ার মহাসভা (৩২৫ খ্রীঃঅঃ)

পূর্ববর্তী কয়েক শতাব্দীতে কয়েকটি স্থানীয় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বোসফরাসের একটু দক্ষিণে বিথিনিয়ায় অবস্থিত নিসিয়াতে সকল ধর্মপালকে আহ্বান ক'রে কনস্টান্টাইন মণ্ডলীতে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তথা সার্বজনীন (বিশ্বজনীন) মহাসভার সূচনা করলেন। এটাকেই এ ধরনের মহাসভার মধ্যে সর্বপ্রথম ও দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভাকে

[৬৫] আরিয়ুসের থালিয়া (ভোজ)

নিম্নোক্ত রচনাটিতে আরিয়ুস তার শিক্ষা তুলে ধরেছেন। তার বিরোধীদের উদ্ধৃতি থেকে এ রচনার কথা জানা যায়। এতে শুধু একটি গদ্য রচনাই নয়, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ অংশিকাও রয়েছে যা আরিয়ুসের সমর্থকরা মুখস্থ করে রাখত। হয়তো এসব কবিতাকে স্বয়ং আরিয়ুস কর্তৃক রচিত বলে কথিত গানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না।

"ঈশ্বর সর্বদা পিতা ছিলেন না। এমন এক সময় ছিল, যখন তিনি তখনও পিতা হননি; তারপর পিতা হলেন তিনি। পুত্রও সব সময় ছিলেন না ঃ কেননা সব কিছুই তো শূন্য হতে সৃষ্ট হয়েছে, সমস্ত অস্তিত্বশীল জীব ও কার্যাবলী সৃষ্ট হয়েছে। তদ্রূপ স্বয়ং ঈশ্বরের বাণীও শূন্য হতে সৃষ্ট হয়েছে, এবং এক সময় তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না। সৃষ্ট হবার আগে তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাঁরও সৃষ্টির একটা আরম্ভ ছিল। কেননা ঈশ্বর নিঃসঙ্গ ছিলেন, বাণী ও প্রজ্ঞা তখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি ...।

"আমাদের সকলের মত ঐশ বাণীও পরিবর্তন সাপেক্ষ, কিন্তু নিজের মধ্যে তিনি মুক্ত; তাঁর যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ তিনি ভাল থাকেন। ইচ্ছা করা মাত্র তিনি আমাদের মত বদলে যেতে পারেন যেহেতু স্বভাবে তিনি পরিবর্তনসাপেক্ষ ...

"ঐশবাণী সত্যিকারভাবে ঈশ্বর নন। তাঁকে ঈশ্বর বলা হলেও আসলে তিনি তা নন; ঐশ অনুগ্রহে অংশগ্রহণের ফলেই তিনি তা ...। স্বভাবে সমস্ত কিছু যেমন ঈশ্বর হতে পৃথক ও তাঁর থেকে ভিন্ন, তেমনি ঐশ বাণীও পিতার মূল সত্তা ও স্বধর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক; তিনি তো জীব ও কার্যাবলীর শ্রেণীবিন্যাসের অন্তর্গত ঃ তিনি তাদেরই একজন ...

"পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার মূলসত্তা স্বভাবগতভাবে বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন, অসংযুক্ত এবং তাদের মধ্যে আদান-প্রদানবিহীন ঃ এভাবে তাঁরা মূল সত্তায় ও মহিমায় সম্পূর্ণরূপে অসদৃশ বা ভিন্ন ...।"

একবিংশতম বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। নিসিয়া মহাসভায় প্রায় ৩০০ জন ধর্মপাল সমবেত হয়েছিলেন। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন প্রাচ্যের ধর্মপাল যাঁদের ছিল গ্রীক সংস্কৃতির পটভূমি; তারা (ধর্মতাত্ত্বিক বিবাদ নিরসনে সবচেয়ে) কাছাকাছি ছিলেন এবং ধর্মতাত্ত্বিক তর্কবিতর্কে বেশ আগ্রহী। পাশ্চাত্য থেকে আমরা শুধুমাত্র কয়েকজনের নাম জানি, কার্থেজের সিসিলিয়ান এবং রোমের ধর্মপাল সিলভেষ্টারের প্রতিনিধিত্বকারী দু'জন যাজক (একজনের নাম নিকাসিয়াস – গলদেশের দিয়ার ধর্মপাল এবং অন্যজনের নাম হোসিয়াস – কর্ডোভার ধর্মপাল যিনি মণ্ডলী-সংক্রান্ত বিষয়ে কনস্টান্টাইনের উপদেষ্টারূপে কাজ করেছিলেন)।

[৬৬] অবশ্য বিশ্বাস্য ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিবাদ সম্পর্কে কনস্টান্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রথম দিকে পাশ্চাত্যে বসবাস করে কনস্টান্টাইন ৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে লিসিনিয়াসের উপর বিজয়ী হয়ে প্রাচ্যের রাজধানী নিকোমেডিয়ায় অধিষ্ঠিত হন। সেখানেই তিনি একটি ঐশতাত্ত্বিক বিবাদের কথা জানতে পারেন যার উৎপত্তি হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ায় এবং তা সমগ্র প্রাচ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় উত্তেজনা ও আন্দোলনের অবস্থা সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি দু'প্রতিপক্ষকে শান্ত করতে সচেষ্ট হন। সব কিছু দেখে-শুনে তাঁর মনে হয়েছিল উভয় পক্ষ শব্দের খেলা নিয়ে বিবাদে লিপ্ত ছিল। বিবাদ নিরসনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তিনি নিসিয়ার মহাসভা আহ্বান করতে বাধ্য হন।

"বিজেতা কনস্টান্টাইন মাক্সিমুস আগস্তুস – আলেকজাণ্ডার ও আরিয়ুসের উদ্দেশে ঃ আমি বুঝতে পারছি বর্তমান বাদানুবাদের উৎপত্তি এভাবে – আপনি, আলেকজাণ্ডার, যাজকদের কাছে ঐশ বিধানের (প্রবচন ৮:২২) কোন একটি অনুচ্ছেদ আসলে অতি সামান্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু সম্পর্কে তারা পৃথক পৃথকভাবে যে অভিমত পোষণ করতেন তা জানতে চেয়েছিলেন। তা নিয়ে আপনি, আরিয়ুস, যা মোটেও কখনও বোধগম্য হবার নয় কিংবা বোধগম্য হলেও তার উপর বিবেচনাহীনভাবে জোর দিয়ে বলেন, তা নীরবতার মধ্যে ধামাচাপা দিয়ে রাখা উচিত ছিল। তাই তো আপনাদের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ সৃষ্টি হল, সহভাগিতা/সৌভ্রাতৃত্ব অপসৃত হল এবং ঐশ জনমণ্ডলী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেলে তাদের মধ্যে একদেহের ঐক্য আর রইল না। কাজেই, এখন আপনাদের দু'জনকে সমান সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে হবে এবং আমি আপনাদের সহসেবক হিসাবে যে সুপরামর্শ দিতে যাচ্ছি তা আপনাদের গ্রহণ করতে হবে। তাহলে এই সু-পরামর্শটা কি? প্রথমতঃ, এ ধরনের বিষয় উত্থাপন করা এবং উত্তর দেওয়াও ছিল ভুল। এসব ধরনের অনুসন্ধান আইন কর্তৃক নির্দেশিত নয়, বরং অতি বিশ্রামে লালিত বিবাদমূলক মনোভাব জন্মায়। যদিও বা বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের খাতিরে উদ্‌যাপিত, এসব ধরনের আলোচনা আমাদের নিজ চিন্তা-জগতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক, এবং তা তড়িঘড়ি করে গণ-সমাবেশে উপস্থাপন করা অথবা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে সর্বসাধারণের কানে দেয়া উচিত নয়। এমন উচ্চতম শ্রেণীর এবং দুর্বোধ্য ধরনের বিষয়গুলো ঠিকমত বুঝতে বা সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে কত সংখ্যক মানুষ সক্ষম?

আপনাদের মত পার্থক্যের কারণটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মতত্ত্ব বা ঐশ বিধানের অনুশাসন-সংক্রান্ত নয় কিংবা আপনাদের মাঝে উদ্ভূত ঈশ্বরের উপাসনা-সংক্রান্ত কোন নতুন ভ্রান্ত শিক্ষা নিয়েও নয়। প্রকৃতপক্ষে আপনারা এক ও অভিন্ন বিবেচনা প্রক্রিয়াধীন ঃ কাজেই আপনাদের সৌভ্রাতৃত্ব ও মিলন-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই সমীচীন। আপনারা এসব ছোট ছোট ও খুবই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করতে থাকেন বলে ঐশ জনগণকে আপনাদের মতামতের আওতায় রাখা, দ্বিধার মধ্যে টেনে নেওয়া আপনাদের উচিত না।

আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন যে, দার্শনিকগণ কোন একটি দার্শনিক ভাবধারার অনুসারী হলেও প্রায়শঃ কোন কোন বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হন এবং হয়তো বা তাদের নিজ নিজ জ্ঞানানুযায়ী ভিন্নমত পোষণ করেন। এ ভিন্নতা সত্ত্বেও তারা অনুসন্ধানের কাজে একসঙ্গে এগিয়ে যান। যদি তা-ই হয়, তাহলে আপনারা যারা পরমেশ্বরের সেবাকারী, আপনাদের অভিন্ন ধর্ম স্বীকারের ব্যাপারে একমত হওয়া আরও বেশী যুক্তিসঙ্গত নয় কি ...। আপনাদের ধর্মসভার মর্যাদা সংরক্ষিত হোক, এবং আপনাদের গোটা দেহের মিলন-বন্ধন অবিচ্ছিন্ন থাকুক। আপনাদের মধ্যে তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে যত ব্যাপক মতপার্থক্যই থাকুক না কেন, তবুও ... ঐশ প্রযত্ন সম্পর্কে এক বিশ্বাস ও আপনাদের মধ্যে মতৈক্য বিরাজ করুক। ঈশ্বর সম্বন্ধে ঐক্যবদ্ধ মত থাকুক ... আর আপনাদের মধ্যে মহামূল্যবান সাধারণ মমত্ব বিরাজ করুক, সত্যে বিশ্বাস অবিচল থাকুক, ঈশ্বরের প্রতি যথোপযুক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা অব্যাহত থাকুক এবং তাঁর বিধান পালন করার ব্যাপারে বিশ্বস্ততা অক্ষুণ্ন থাকুক।

ইউসেবিয়ুস, কনস্টান্টাইনের জীবনী, ২য়, ৬৯-৭১

[৬৭] মহাসভাটি মানুষের মনে নিদারুণ ছাপ ফেলেছিল। এর আগে কখনও এত অধিক সংখ্যক মণ্ডলীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ একসঙ্গে একত্র হননি। ধর্মপালগণ তখনও পর্যন্ত মাত্র কিছুকাল আগেকার নির্যাতনের আলামত বা চিহ্ন
[৬৯] বহন করেছিলেন। উচ্চপদস্থ ও পরাক্রমশালী ধর্মপালগণ নিম্নপদস্থ ধর্মপালগণের সঙ্গে মেলামেশা করেন, এবং সম্রাট তাঁদেরকে যেভাবে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন তাতে এবং রাজপ্রাসাদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম এবং যে সকল সেনা তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তাদের সাজপোশাক দেখে তাঁরা অত্যন্ত অভিভূত হন। ঈশ্বরের রাজ্য কি এর চেয়েও জৌলুসপূর্ণ হতে পারে?

[৬৮] অধিকাংশ ধর্মপালই আরিয়ুসকে নিন্দাজ্ঞাপনের সমর্থন ও অনুমোদন করেন। ধর্মমত সম্পর্কে তাঁদেরকে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে ব'লে, সিজারিয়ার ইউসেবিয়ুস তাঁর মণ্ডলীর বিশ্বাসমন্ত্রটি সকলের বিবেচনার্থে পেশ করেন। মহাসভা তা মেনে নেন, কিন্তু হোসিয়াসের পরামর্শে কনস্টান্টাইন অনুরোধ করলেন যেন ধর্মপালগণ ঈশ্বর-পুত্রের প্রসঙ্গে Homoousios (একই সত্তা বিশিষ্টি) বিশেষণটি যোগ করেন; অর্থাৎ পিতার ন্যায় পুত্রেরও একই ousia, একই প্রকৃত সত্তা বা তাঁর সঙ্গে সমসত্তাবিশিষ্ট। উক্ত পদ বা শব্দটি পিতা ও পুত্রের মধ্যে পরিপূর্ণ সমতা প্রকাশ করেন। যেহেতু সম্রাটই এই সংশোধনের প্রস্তাব করেছিলেন, তাই মাত্র দু'জন ছাড়া অন্য সমস্ত ধর্মপাল তা স্বাক্ষর দিয়ে দৃঢ়ভাবে অনুমোদন করেন। যে দু'জন তা অনুমোদন করেননি, তাদেরকে আরিয়ুসের সঙ্গে নির্বাসনে পাঠানো হয়।

"উক্ত মহাসভা এ সুযোগে মণ্ডলীর নিয়ম-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সমাধান করে নিয়েছিল। এই

[৬৭] প্রথম সার্বজনীন মহাসভা, নিসিয়া, ৩২৫ খ্রীঃ অঃ

"সত্যিকার অর্থে ইউরোপ, লিবিয়া ও এশিয়া অঞ্চলের সকল মণ্ডলী হতে ঈশ্বরের অতি গণ্যমান্য সেবাকারীগণ এখানে সমবেত হয়েছিলেন। অনেকটা যেন দৈবভাবে বিস্তৃত একটি মাত্র প্রার্থনা-গৃহ একাধারে সিরীয় ও সিসিলীয়দের, ফিনিশীয় ও আরবীয়দের, প্যালেস্টাইন থেকে আগত প্রতিনিধিদের, এবং মিশর হতে আগত অন্যান্যদের; থেবীয় ও লিবীয়দের, তাদের সঙ্গে যারা এসেছিল মেসোপটেমিয়া অঞ্চল থেকে, তাদেরকেও স্থান দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। একজন পারস্য ধর্মপালও এ মহাসম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, এমনকি তাদের সঙ্গে একজন স্কিথীয়ের ধর্মপালও ছিলেন। পন্তুস, গালাতিয়া ও পাম্পিফিলিয়া, কাপ্পাডোসিয়া, এশিয়া ও ফ্রিজিয়া তাদের অত্যন্ত গণ্যমান্য ধর্মাধ্যক্ষগণকে প্রেরণ করেছেন। পক্ষান্তরে, যারা থ্রেস্ ও মাসিডনিয়া, আখিয়া ও এপিরাসের মত দূরবর্তী জেলাগুলোতে বাস করতেন, তারাও এতে যোগদান করা থেকে বাদ পড়েননি। এমন কি স্পেনের অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন ধর্মপাল (হোসিয়াস) এই মহাসমাবেশে আসন গ্রহণ করেছিলেন। অতিশয় বার্ধক্যের কারণে সাম্রাজ্যের মহানগরীর (রোমের) ধর্মাধ্যক্ষ উপস্থিত থাকা হতে বিরত থাকতে বাধ্য হন, কিন্তু তাঁর মণ্ডলীর যাজকগণ তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। ...

"ধর্মপালগণ রাজপ্রাসাদের বিশাল কক্ষে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ পদমর্যাদা অনুযায়ী তাঁদের জন্য পূর্বাহ্নে প্রস্তুত-করা আসনে উপবেশন করেন ... এরপর সম্রাটের আগমনসূচক সংকেত পেয়ে সকলেই উঠে দাঁড়ালে সবশেষে সম্রাট নিজে সমাবেশের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসেন। তখন তাঁর পরনে ছিল অনেকটা যেন আলোক-রশ্মিতে ঝলমল-করা পোশাক যা রক্তবর্ণের মর্যাদাসূচক পোশাকের উজ্জ্বল দীপ্তি বিকিরণ করছিল এবং স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথরের দীপ্ত আভায় সুসজ্জিত ছিল।

(মহাসভার শেষের দিকে) সম্রাট তাঁর রাজত্বকালের বিশতম বর্ষ পূর্ণ করেন। এ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশের আপামর জনসাধারণ গণ-উৎসব করে, কিন্তু সম্রাট স্বয়ং সেই সকল ঈশ্বরের সেবাকারীগণকে নিমন্ত্রণ ও ভোজে আপ্যায়ন করেন যাঁদেরকে তিনি মহাসভায় সম্মিলিত করেছিলেন। রাজকীয় মহাভোজ থেকে একজন ধর্মপালও বাদ পড়েননি – ভোজের সমস্ত আয়োজন ছিল বর্ণনাতীত রকমের চমৎকার। মূল বাহিনী থেকে বিযুক্ত দেহরক্ষীর দল ও অন্যান্য সৈন্যরা তরবারি হাতে রাজপ্রাসাদের প্রবেশদ্বারে গোল ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন। ঈশ্বরের প্রতিনিধিগণ তাদের মধ্য দিয়ে রাজকক্ষের অন্দরমহলে নির্ভয়ে এগিয়ে যান যেখানে সম্রাটের অন্তরঙ্গ সঙ্গীদের কেউ কেউ খেতে বসেছিলেন এবং অন্যেরা অপর পার্শ্বে রাখা গদি-আঁটা আসনে সটান শুয়ে ছিলেন। এ অবস্থাটাকে খ্রীষ্টের রাজ্যের ছবির ছায়াপাত, বাস্তবতার চেয়ে বরং স্বপ্ন বলেই মনে হয়েছিল। এই মহতী উৎসব উদ্‌যাপন শেষে সম্রাট বিনয়ের সঙ্গে তাঁর সমস্ত অতিথিদের গ্রহণ করেন এবং প্রত্যেককে তাঁর পদমর্যাদা অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে উপহার সামগ্রী প্রদান ক'রে তিনি তাঁর সহৃদয়তা প্রদর্শন করলেন।"

ইউসেবিয়ুস, কনস্টান্টাইনের জীবনী, ৩য়, ৬৯-৭১

মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, পুনরুত্থান-দিবসের তারিখটি হবে রোম ও আলেকজান্দ্রিয়া কর্তৃক গৃহীত তারিখের অনুরূপ।

ধর্মপাল পদ সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়ম-কানুন রচনা করা হয় – এ সম্পর্কে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। স্ত্রীর সঙ্গে বসবাসকারী যাজকদের উপর কিছু কিছু বিধিনিয়ম আরোপ করা হয়। ইতিহাসবিদ সক্রেটিস (পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ার দিক) অনুসারে, ধর্মপালগণ চেয়েছিলেন বিবাহিত যাজকগণ তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক ত্যাগ করুক – এ নিয়মটি সম্ভবতঃ স্পেনে গৃহীত হয়েছিল। নিজে চিরকুমার হয়েও ধর্মপাল পাফনুসিয়াস এ দাবীর [৬৯]

[৬৮] নিসিয় বিশ্বাসমন্ত্র

এক পরমেশ্বর, দৃশ্য-অদৃশ্য সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান পিতায় আমরা বিশ্বাস করি।

পরমেশ্বরের পুত্র, একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টেও আমরা বিশ্বাস করি। তিনি পিতা হতে জাত, একমাত্র জাত তিনি অর্থাৎ পিতার প্রকৃত সত্তা হতে জাত; তিনি ঈশ্বর সঞ্জাত ঈশ্বর, জ্যোতি সঞ্জাত জ্যোতি, প্রকৃত ঈশ্বর-সঞ্জাত প্রকৃত ঈশ্বর। জনিত তিনি, সৃষ্ট নন, পিতার সঙ্গে অভিন্ন-স্বরূপ। তাঁর দ্বারা স্বর্গ-মর্তের সমস্তই হল সৃষ্ট। মানব জাতির জন্য, আমাদের পরিত্রাণার্থে তিনি স্বর্গ থেকে অবরোহণ, এবং দেহধারণ ক'রে মানুষ হয়ে জন্মালেন; যন্ত্রণা ভোগ করলেন এবং তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থান করলেন। তিনি স্বর্গে আরোহণ করলেন এবং জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে সগৌরবে পুনরাগমন করবেন।

পবিত্র আত্মায়ও আমরা বিশ্বাস করি।

আর যারা বলে, 'এক সময় ছিল যখন তাঁর কোন অস্তিত্ব ছিল না' এবং 'তাঁর জন্মের আগে তিনি ছিলেন না", ও 'তাঁর উৎপত্তি শূন্য হতে' কিংবা যারা মিথ্যা দাবি ক'রে বলে যে, ঈশ্বর-পুত্র 'অন্য ব্যক্তিসত্তা (hypostasis) বা অন্য প্রকৃত সত্তা (substance)-বিশিষ্ট' অথবা 'সৃষ্ট' বা 'পরিবর্তনযোগ্য' বা 'পরিবর্তনশীল', সর্বজনীন ও প্রেরিতিক মণ্ডলী তাদেরকে অভিশাপ দেয়।

স্টিফেনসন, A New Eusebius, 366

[৬৯] নিসিয়া মহাসভায় ধর্মপাল পাফনুসিয়াস ও যাজকদের বিবাহিত জীবন

কনস্টান্টিনোপলের একজন আইনজীবী সক্রেটিস (৩৮০-৪৪০ খ্রীঃ অঃ) সিজারিয়ার ইউসেবিয়ুসের ৩০৫ ও ৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়কার ধর্মীয় ঘটনাবলীর বর্ণনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যেহেতু তিনি আক্ষরিকভাবে তাঁর মূল উৎসগুলো নকল করেন, তাই তিনি অমূল্য তথ্যের উৎসস্বরূপ।

"তখন পাফনুসিয়াস ছিলেন উর্ধ্বস্থ থেবেসের একটি শহরের একজন ধর্মপাল। তিনি ঐশ অনুগ্রহপ্রাপ্ত এমনই এক মানুষ ছিলেন যে, তিনি অসাধারণ যত অলৌকিক কাজ সাধন করতেন। নির্যাতনের সময় তিনি তাঁর একটি চোখ হারান। সম্রাট তাঁকে অতিশয় শ্রদ্ধা করতেন, এবং প্রায়ই তাঁকে প্রাসাদে ডেকে আনত আর যেখানে তাঁর চোখটি তুলে ফেলা হয়েছিল সেই স্থানটি চুম্বন করতেন। ...

"ধর্মপালগণের নিকট মণ্ডলীতে এই মর্মে একটি নতুন নিয়ম চালু করা সঙ্গত বলে মনে হয়েছিল যে, যাঁরা যাজকত্ববরণ করেছিলেন – আমি ধর্মপাল, যাজক ও পরিসেবকদের কথাই বলছি – তাঁদের উচিত তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে কোন দাম্পত্য সহবাস না করা যাদেরকে তারা ভক্তসাধারণ থাকা অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনার সময় উপস্থিত হল, তখন ধর্মপালগণের সমাবেশের মধ্য হতে উঠে দাঁড়িয়ে পাফনুসিয়াস ধর্মসেবকদের উপর অমন ভারী জোয়াল চাপিয়ে না দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তিনি এভাবে তাঁর যুক্তি তুলেন ঃ 'খোদ বিবাহটিই সম্মানজনক, এবং দাম্পত্যজীবন অকলুষিত'। তিনি ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে বলেন যে, অত্যন্ত কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করে মণ্ডলীর ক্ষতিসাধন করা তাদের উচিত হবে না। 'সব মানুষ', তিনি বলেন, 'কঠোর আত্মসংযম করতে পারে না; প্রত্যেকের স্ত্রীর পক্ষেও শুচিতা রক্ষা করা সম্ভব না-ও হতে পারে' আর তিনি একজন পুরুষের তার বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করাকে শুচিতা বলে অভিহিত করতেন।

তার মতে এটা যথেষ্ট ছিল ঃ যাদের যাজকীয় জীবনে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে তারা যেন প্রাচীন মণ্ডলীর নিয়ম অনুযায়ী আর বিয়ে না করেন, আর যারা সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত থাকতে বিয়ে করেছিলেন তাদের যেন স্ত্রীকে ত্যাগ করতে বাধ্য করা না হয়। তিনি এসব মতামত প্রকাশ করেন যদিও বা তাঁর নিজের বিয়ে সাদির কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, এবং স্পষ্টভাবে বললে তিনি কোন মহিলাকে জানতেনও না ঃ কেননা বাল্যকাল থেকে তিনি একটি মঠে লালিত পালিত হন, এবং তাঁর কৌমার্যের জন্য সর্বমহলে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

সমগ্র যাজকমহল পাফনুসিয়াসের যুক্তিবিন্যাসে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এভাবে এ বিষয় নিয়ে ধর্মপালগণ যারা বিবাহিত ছিলেন তাদের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা অনুসারে কাজ করার স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দিয়ে সকল বিতর্কের অবসান ঘটালেন।"

সক্রেটিস, মাণ্ডলিক ঘটনা-বিবরণ, ১ম, ১১

বিরোধিতা করেন। ফলে মহাসভা এ ব্যাপারে ধর্মপাল, যাজক ও পরিসেবকদের স্বাধীনতা প্রদান করে। নির্যাতনের পরিণাম সমাধান করার লক্ষ্যে, যথা – ভ্রান্তমতবাদীদের পুনর্মিলন, উপাসনিক প্রায়শ্চিত্ত বা পাপ-মার্জনা রীতি ইত্যাদির ব্যাপারে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।"

৩। এক গোলযোগপূর্ণ অর্ধ শতাব্দী

নিসিয়া মহাসভায় যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা অচিরেই ভেস্তে যায়। অনেকেই Homoousius (একই সত্তা বিশিষ্টি) কথাটি প্রত্যাখ্যান করল, কারণ ধর্মশাস্ত্রে কথাটি খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যেরা মনে করল শব্দটি ভ্রান্ত মতবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে, যারা পিতা ও পুত্রের মধ্যে পার্থক্য ভালমত নির্দেশ ক'রে না। অচিরেই প্রাচ্যের অধিকাংশ মানুষ নিসিয়ার সূত্র প্রত্যাখ্যান করল – এদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন আথানাসিয়াস, যিনি ৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপাল ছিলেন। পাশ্চাত্যের ল্যাটিনপন্থী অঞ্চল মোটামুটি নিসিয়া মহাসভার প্রতি অনুগত রইল।

সম্রাট কনস্টান্টাইন যিনি সর্বান্তঃকরণে নিসিয় বিশ্বাসসূত্রের প্রতি তাঁর সমর্থন দান করেছিলেন। পরে কিন্তু প্রাচ্যের সঙ্গে সখ্যতা বজায় রাখতে উৎসুক বলে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন ক'রে ফেললেন। সহিংসতার প্রাদুর্ভাব ঘটল ও অচিরেই আঘাত প্রতিঘাতের পালা শুরু হয়ে গেল। আথানাসিয়াস আরিয়ুসকে পুনর্বহালের পক্ষপাতী ছিলেন না বলে ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দে টায়ারের মহাসভা কর্তৃক পদচ্যুত হন ও জার্মান সীমান্তের ট্রাইয়েরে নির্বাসিত হন। নিসিয়ার প্রতি তাঁর আনুগত্যের কারণে তাঁকে আরও চারবার নির্বাসনে যেতে হয়েছিল।

কনস্টান্টাইনের পুত্রের রাজত্বকালে বিভিন্ন মতানৈক্য প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠে। ৩৪২-৩ খ্রীষ্টাব্দে সার্দিকার মহাসভা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ধর্মপালদের মধ্যে বিরোধ প্রত্যক্ষ করল – তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে মহাসভা ছেড়ে চলে যান। ৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ হতে কনস্টান্টিয়াস ছিলেন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট। তিনি আরিয়ুসবাদকে পুরোপুরিভাবে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেন। এবার ল্যাটিন ধর্মপালদেরকেই প্রাচ্যে নির্বাসনে প্রেরণ করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন রোমের ধর্মপাল লিবেরিয়ুস, পৈতিয়ের হিলারী, কর্ডোবার হোসিয়াস অন্যতম।

বিভিন্ন মহাসভা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় নির্দেশনামা রচনা করে সত্য, কিন্তু তা কারও মনরক্ষা করতে পারল না। ৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট অনেকটা অস্পষ্ট একটি সূত্র চাপিয়ে দিতে সক্ষম হন ঃ 'পুত্র পিতা সদৃশ (homoios)'। 'তখন সমগ্র জগৎ নিজেকে আরিয়ুসপন্থী দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে দুঃখ-যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ ক'রে উঠল, বলেন সাধু যেরোম।'

এসব যুক্তিতর্ক এমনকি স্থানীয় মণ্ডলীসমূহের মধ্যেও বিভেদের বীজ বপন করল। সে সময় আন্তিয়োকে অন্ততঃ পাঁচ পাঁচটি মণ্ডলী ছিল – প্রত্যেকের তার নিজস্ব ধর্মপাল ছিল ঃ এভাবেই ঐশতাত্ত্বিক সমস্ত মতের প্রতিনিধিত্ব ছিল। রোমীয় মণ্ডলীর বিভেদ গোটা ব্যাপারকে আরও কঠিন ক'রে তোলে যখন ধর্মপাল লিবেরিয়ুসের (৩৬৬ খ্রীঃঅঃ) একজন উত্তরাধিকারী মনোনীত করতে হয়। এতে দু'জন প্রার্থী এগিয়ে আসেন। শেষ পর্যন্ত দামাসুস বিজয়ী হন, কিন্তু এর জন্য যুদ্ধে ৩৭ জনকে নিহত হতে হয়েছিল।

৪। কনস্টান্টিনোপলের মহাসভা (৩৮১ খ্রীঃঅঃ) ও সংকট নিরসন

গোলযোগের মধ্যেও ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাধারা কিছুটা অগ্রগতি লাভ করেছিল। এর পরিভাষাও স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। Ousia (মূল সত্তা) এবং hypostosis (ব্যক্তি সত্তা)-এর মধ্যে একটি পার্থক্য করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে পিতা ও পুত্রের মূল সত্তায় সমতা ও ব্যক্তি সত্তায় পার্থক্য নির্দেশ করা সম্ভব হয়ে উঠে।

সিজারিয়ার ধর্মপাল বাসিল (৩৭০–৩৭৯ খ্রীঃঅঃ) প্রধানতঃ ঐশতাত্ত্বিক চিন্তাধারার মধ্যে কিছুটা ঐক্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন একটি নতুন প্রশ্নের উৎপত্তি হল ঃ পবিত্র আত্মা কি ঈশ্বর ? আরিয়ুসপন্থীরা বলল না, আর এ কারণেই তারা pneumatomachoi (অর্থাৎ যারা ঐশ আত্মার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে) আখ্যা লাভ করল। তাঁর পবিত্র আত্মা বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থে বাসিল দেখান যে, ঐশ আত্মাও পিতার ন্যায় অভিন্ন মূল সত্তাবিশিষ্ট ।

তাঁর বন্ধু নাজিয়ানুসের গ্রেগরীও একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখালেখি করেন। উপরন্তু, বাসিল প্রাচ্যের অন্যান্য ধর্মপালগণের [৭০]
কাছে যান ও আথানিয়াসকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে সেতুবন্ধন রচনা করতে অনুরোধ করেন। গল ও ইতালির ধর্মপালদের উদ্দেশে লিখিত এক পত্রে তিনি প্রাচ্যের অনুভূত নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণার কথা বর্ণনা করেন। তা সত্ত্বেও রোমের ধর্মপাল দামাসুস পুনর্মিলনের জন্য সামান্যই চেষ্টা করেন।

গথদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আন্দ্রিনোপলিসের বিপর্যয়ের সময় আরিয়ুসপন্থী ভালেন্টিয়ুস-এর অপমৃত্যুকে দৈব শাস্তির মত মনে হল। দু'সম্রাট-পাশ্চাত্যের গ্রাসিয়ান ও প্রাচ্যের থিওডোসিয়াস – ঐশতাত্ত্বিক বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে মন স্থির করেন, কেননা উক্ত বিবাদ এমন কি পথে-ঘাটেও তুমুল ঝগড়ার কারণ হয়ে উঠেছিল। [৭১]

শান্তি ফিরে এল

৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে থিওডোসিয়াস খ্রীষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করলেন, নাজিয়ানুসের গ্রেগরীকে কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপাল নিযুক্ত করলেন এবং তাঁর রাজধানীতে একটি মহাসভা ডাকলেন (৩৮১ খ্রীঃঅঃ)। এটা ছিল প্রধানত: একটি প্রাচ্যের মহাসভা মাত্র, এবং এতে শুধুমাত্র চারটি বিধি সংরক্ষিত হয় ঃ নিসিয়া মহাসভায় যে বিশ্বাস স্বীকৃতি লাভ করেছিল, তা রক্ষা করতে হবে এবং নব্য যে সকল ভ্রান্ত শিক্ষার অভ্যুদয় হয়, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এ কারণেই মহাসভা নিসীয় বিশ্বাসমন্ত্রটি দৃঢ়তাসহকারে পুনর্ব্যক্ত করে এবং এর সঙ্গে পবিত্র আত্মা সম্পর্কিত একটি উক্তি যোগ করে। উক্তিটি হচ্ছে ঃ "আমি পিতার সম্ভূত জীবনদাতা পরম প্রভু পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি পিতা ও পুত্রের

[৭০] কনস্টান্টিনোপলের মহাসভা (৩৮১ খ্রীঃ অঃ)

ঐশ আত্মা হলেন ঈশ্বর

"ঈশ্বরের জন্য ব্যবহৃত আখ্যাগুলোর মধ্যে কি এমন কোন আখ্যা রয়েছে যা ঐশ আত্মার বেলায় প্রযোজ্য নয়? ... যারা এসব বিষয় বলে ও শিক্ষা দেয়, এবং উপরন্তু অপর ঈশ্বর অর্থে তাঁকে "পরম সহায়ক" (যোহন ১৪:১৬) বলে অভিহিত করে, যারা এই মর্মে অবগত আছে যে, আত্মার বিরুদ্ধে ঈশ্বরনিন্দার কোন ক্ষমা নেই (মথি ১২:৩১), এবং যারা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ক'রে আনানিয়াস ও সাফিরার মত ভয়ানক প্রকাশ্য অবমাননার দোষে দুষ্ট, তুমি এসব মানুষদের সম্বন্ধে কি মনে কর? তারা কি পরম আত্মার ঈশ্বরত্বের গুরুত্বের কথা না অন্য কিছু প্রচার করে? এ ব্যাপারে তোমার যদি কোন সন্দেহ থাকে এবং তোমাকে সঠিক শিক্ষা দেবার জন্য একজনের সাহায্য দরকার তাহলে তুমি সত্যিই অসাধারণ রকমের নির্বোধের পরিচয় দেবে এবং ঐশ আত্মা হতে দূরে অবস্থান করবে।

নাজিয়ানজুসের গ্রেগরী, ৫ম ঐশতাত্ত্বিক ভাষণ, ২৯, ৩০

[৭১] রাজপথে ঐশতত্ত্ব

"অলিগলি, চৌরাস্তা, উন্মুক্ত স্থান, সড়ক – শহরের সর্বত্রই শুধু এই আলাপ-আলোচনা। কাপড় বিক্রেতা, মুদ্রাবিনিময়কারী, মুদি – সবাই এ আলোচনায় মুখর। আপনি যদি কোন মুদ্রাবিনিময়কারীকে জিজ্ঞেস করেন বিনিময় হার কত, তাহলে সে জাত ও অজাত-এর উপর একটি সারগর্ভ বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তারপর এর জবাব দেবে। রুটি বিক্রেতাকে রুটির গুণগত মান ও মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেবে ঃ পিতাই সর্বশ্রেষ্ঠ আর পুত্র তাঁর অধীন।' স্নানগৃহের জল প্রস্তুত আছে কিনা জিজ্ঞেস করলে ম্যানেজারের জবাব পুত্রের উৎপত্তি শূন্য হতে। জানি না এই উপদ্রবকে কি নামে অভিহিত করা যায় – উন্মত্ততা নাকি পাগলামী ..."

নিসার গ্রেগরী, পুত্র ও পবিত্র আত্মা ঐশ্বত্ব বিষয়ক,৫ম

[৭২] ধর্মপালদের মধ্যে তুচ্ছ বিষয়ে তুমুল ঝগড়া

কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপাল নাজিয়ানুসের গ্রেগরী বিতর্কিত বিষয়গুলো নিরসনে বৃথাই ধর্মপালদের একত্র করতে চেষ্টা করেন।

"ধর্মপালগণ এক ঝাঁক ম্যাগপাইয়ের ন্যায় কিচিরমিচির করেন। এটা ছিল একটা ছেলেমানুষী হৈ-হল্লা, চালু-করা একটি কারখানার আওয়াজ, একটি ধূলির ঝড়, একটি সত্যিকার ঘূর্ণিঝড়ের মত ... আলাপ-আলোচনা ছিল বিশৃঙ্খল; ভীমরুলের ন্যায় তাঁরা সকলে একইসঙ্গে সরাসরি আক্রমণ করেন। সম্মানিত বৃদ্ধেরা তরুণদের সংযত না ক'রে বরং তাদের সঙ্গে এক কাতারে নেমে আসেন।"

নাজিয়ানজুসের গ্রেগরী, নিজ জীবনের কবিতা, ১৬৮০ ff

সমতুল্য স্তুতির আধার, আরাধনার ভাজন"। আর এভাবেই প্রতি রবিবার দিন আমরা খ্রীষ্টযাগের সময় যে বিশ্বাসমন্ত্রটি আবৃত্তি করি, তা রচিত হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ল্যাটিন ধর্মপালগণ এর সঙ্গে বিখ্যাত filioque (অর্থাৎ "পুত্রের" সম্ভূত) কথাটি যোগ করেন; আর এটিই ছিল একাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ও গ্রীক মণ্ডলীসমূহের মধ্যে ভাঙ্গন ধরার অন্যতম কারণ।

[৭২] মহাসভা একটা ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসংবাদও নিরসন করছিল। কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপাল পদে নাজিয়ানজুসের গ্রেগরীর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল, কারণ এর আগে তিনি মাঝারি আকারের একটি ধর্মপল্লীর ধর্মপাল ছিলেন মাত্র। অযথা উত্তেজনা ও বাড়াবাড়িতে হতাশ হয়ে তিনি উক্ত নির্বাচন থেকে সরে এসে নিজের ভূ-সম্পত্তি দেখাশুনায় মন দেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

পাশ্চাত্যে সম্রাট গ্রাসিয়ান একই বছরে আকুইলিয়ায় (ত্রিয়েস্তের নিকটে আড্রিয়াটিকের পাড়ে অবস্থিত) মহাসভা আহ্বান করেন, কিন্তু এতে উত্তর ইতালি ও গল দেশ হতে মাত্র কয়েকজন ধর্মপালকে সমবেত করা সম্ভব হয়েছিল। এ মহাসভায় আরিয়ুসপন্থী ধর্মপালদের পদচ্যুত করা হয় এবং সম্রাটকে অনুরোধ করা হয় যেন মহাসভায় যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়, তা যেন যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে সাম্রাজ্য থেকে আরিয়ুসবাদ অপসৃত হয় বটে, কিন্তু উলফালিয়াস কর্তৃক ধর্মান্তরিত সেই জার্মান বর্বরদের মধ্যে তা থেকেই যায়, কেননা তিনি আরিয়ুসপন্থী একজন নেতা নিকোমিডিয়ার ইউসেবিয়ুস কর্তৃক ধর্মপাল পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

॥২॥ ঈশ্বর ও মানুষ কিভাবে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে সংযুক্ত হল

১। খ্রীষ্টতাত্ত্বিক বাদানুবাদের সূচনা

চিন্তাধারা ও আলাপ-আলোচনা কখনও থেমে থাকেনি। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার সমতা নিয়ে একবার যখন ঐকমত্য হল, তখন মানুষ ভাবতে লাগল ঐশবাণীর ঈশ্বরত্ব ও যীশুর মানবত্বের মধ্য মিলনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ঈশ্বরের বাণী তো আদি-অন্তহীন, কিন্তু যীশু তো জন্মগ্রহণ করেছেন, যাতনাভোগ করেছেন ও শেষে মৃত্যুবরণও করেছেন। তবে কি এ কথা বলা চলে স্বয়ং ঈশ্বর জন্ম নিয়েছেন, তিনি ক্ষুধার্ত হয়েছেন, কষ্টভোগ ক'রে মৃত্যুবরণ করেছেন? যীশুর মধ্যে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার পার্থক্যের উপর বেশী জোর দিলে পর কি ক'রে বলা যাবে যে, ঐশবাণীই রক্ত-মাংসে দেহধারণ করেছেন?

সিরিয়ার অন্তর্গত লাওডিসিয়ার ধর্মপাল ও আথানাসিয়ুসের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আপল্লোনারিয়ুস (৩১০–৩৯০ খ্রীঃঅঃ) ভেবেছিলেন তিনি এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেয়েছেন। সেই সময়কার নৃতত্ত্ব অনুযায়ী সকল মানুষের মত যীশুকে ভাবা হয়েছিল তিনিও রক্ত-মাংস অর্থাৎ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষ। কিন্তু যীশুর মধ্যে আত্মার স্থানটি দখল ক'রে নিয়েছেন ঐশবাণী। তাই যীশু পাপ করতে পারেন না, কারণ তাঁর তো কোন মানবীয় আত্মা নেই যা নাকি পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি করতে পারে। অচিরেই কিছু কিছু মানুষের মনে হল আপল্লোনসিয়ুস পরিত্রাণের তত্ত্বটি বিপন্ন করে তুলছেন, কারণ 'শুধুমাত্র খ্রীষ্টই যা ধারণ করেছেন, তা-ই মানুষের মধ্যে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে'। খ্রীষ্টের যদি মানবাত্মা না-ই থাকে, তাহলে তো মানুষের ইচ্ছাশক্তি পরিত্রাণ পেতে পারে না। এ কারণে কয়েকবারই আপল্লোনারিয়ুস অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

ঐক্য ও পার্থক্য

দু'টি ঐশতাত্ত্বিক প্রবণতা বা ঝোঁক জোরদার হয়ে উঠেছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ায় জোরটা বেশী ছিল ঐশবাণী (Logos বা Word) হতে সূচিত খ্রীষ্টের ঐক্যের উপর। খ্রীষ্ট ছিলেন ঐশবাণী (ঈশ্বর) যিনি রক্তমাংসে আবির্ভূত হন। মানুষের ঐশ রূপায়নে এটাই ছিল পূর্বশর্ত।

আন্তিয়োকে খ্রীষ্টের সত্তার দু'টি দিকের উপর বেশী জোর দেয়া হয়েছিল। এর সূচনা-বিন্দু ছিল খ্রীষ্টের দু'স্বভাব এবং মূল লক্ষ্য ছিল দু'য়ের মধ্যে ঐক্যসাধন। খ্রীষ্টের পূর্ণ মানবত্বকে রক্ষার একটা প্রচেষ্টা সেখানে বিদ্যমান ছিল। এখানেও আবার পরিভাষা খুব একটা স্পষ্ট ছিল না। স্বভাব শব্দটি দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হত ঃ কিছু কিছু লোকের ধারণায় যীশুর ছিল একটি মাত্র স্বভাব, অন্যদের ধারণায় দু'টি।

উক্ত দু'টি ভিন্নধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী দু' প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মপাল – আলেকজান্দ্রিয়ার সিরিল ও কনস্টান্টিনোপলের নেস্তরিয়ুসের মধ্যে একটা তীব্র সংঘর্ষমূলক বিরুদ্ধতায় পরিণত হল। ৪২৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে নেস্তরিয়ুস – যিনি মূলতঃ আন্তিয়োকের মানুষ – ঈশ্বর-জননীরূপে মারীয়া লোকভক্তির উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান। নেস্তরিয়ুসের মতে, এ কথাটি ধর্মশাস্ত্রে

[৭৩] তৎকালীন একজন ঐতিহাসিকের মতে এফেসাসের মহাসভা

"কিছুকাল পরই সম্রাটের নিকট হতে সকল স্থানের ধর্মপালদের কাছে এফেসাসে সমবেত হওয়ার একটি নির্দেশ প্রেরণ করা হয়। পুনরুত্থান পার্বণের অব্যবহিত পরেই নেস্তরিয়ুস তার সমর্থকদের একটি বিশাল জনতা সমভিব্যহারে এফেসাসে যান, এবং সেখানে গিয়ে ধর্মপালদের অনেককেই উপস্থিত দেখতে পান। আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপাল সিরিল বিলম্বে আসেন – পঞ্চাশত্তমী পর্বের কাছাকাছি সময়ে এসে পৌছেন। পঞ্চাশত্তমীর পাঁচদিন পর এলেন জেরুসালেমের ধর্মপাল জুবেনাল। আন্তিয়োকের ধর্মপাল জন তখনও পর্যন্ত এসে না পৌছলেও যারা ইতিমধ্যে এসে সমবেত হয়েছিলেন, তারা আলোচনা শুরু করেন। আলেকজান্দ্রিয়ার সিরিল এক তীব্র তর্কযুদ্ধের অবতারণা করেন। তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল আতঙ্ককারী নেস্তরিয়ুস কেননা তিনি তাকে প্রচণ্ডভাবে অপছন্দ করতেন। যখন অনেকেই ঘোষণা করলেন খ্রীষ্ট ঈশ্বর, নেস্তরিয়ুস তখন বলে উঠলেন ঃ 'যার বয়স ছিল দু' কি তিন মাস মাত্র, তাকে আমি ঈশ্বর ব'লে অভিহিত করতে পারি না। কাজেই আমি আপনাদের দলে নেই, এবং ভবিষ্যতে আর আপনাদের মাঝে আসব না।' এ কথা ব'লেই তিনি সভা ত্যাগ করেন এবং পরে অন্যান্য ধর্মপালদের সঙ্গে বৈঠক করেন যারা তার অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন। ফলে উপস্থিত ধর্মপালগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। যে দলটি সিরিলকে সমর্থন দিয়েছিল তারা নেস্তরিয়ুসকে বিচার করতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি উপস্থিত হতে অস্বীকার করলেন যে পর্যন্ত আন্তিয়োকের জন না এসে পৌছান।

সিরিলের সমর্থকরা নেস্তরিয়ুসের সেই সমস্ত প্রকাশ্য ভাষণগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন, যেগুলো তিনি বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে প্রচার করেছিলেন। তারা বারংবার সেগুলো পাঠ করে এই মর্মে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ভাষণগুলোতে ঈশ্বরপুত্রের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ঈশ্বরনিন্দা বিদ্যমান আর এ কারণেই তারা তাকে পদচ্যুত করেন। এমনটা হওয়ার পর নেস্তরিয়ুসপন্থীরাও অপর একটি মহাসভা করেন, আর এতে তারা স্বয়ং সিরিলকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁর সঙ্গে এফেসাসের ধর্মপাল মেমননকেও। এ সমস্ত ঘটনা ঘটার পর পরই আন্তিয়োকের ধর্মপাল জন সভায় এসে উপস্থিত হন। সভায় কি কি ঘটেছে সমস্ত অবহিত হয়ে এত তাড়াহুড়ো ক'রে নেস্তরিয়ুসকে পদচ্যুতকরণে প্রবৃত্ত হয়ে সমস্ত গোলমালের হোতা হিসেবে তিনি সিরিলের তীব্র সমালোচনা করেন। অতঃপর জনের উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে সিরিল জুবেনালের সঙ্গে যোগ দেন এবং তারা জনকেও পদচ্যুত করেন।

যখন ব্যাপারটি একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় গিয়ে পৌছল, নেস্তরিয়ুস দেখলেন বিতর্কিত অভিমতটির কারণে খ্রীষ্টমণ্ডলীর মিলন-বন্ধন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তাই তিনি অতিশয় দুঃখে মারীয়াকে ঈশ্বর-জননী ব'লে অভিহিত করলেন ও চিৎকার ক'রে বলে উঠলেন, 'আপনাদের ইচ্ছা হলে মারীয়াকে ঈশ্বর-জননী বলা হোক, আর সমস্ত বাদানুবাদের অবসান হোক।' তিনি তার পূর্বের মত বা বিশ্বাস পরিহারসূচক বিবৃতি প্রদান করলেও এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করা হয়নি। কেননা তার পদচ্যুতি প্রত্যাহার করা হয়নি, বরং তাকে ওয়াসিস দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয় যেখানে তিনি আজও রয়েছেন ...

ধর্মপাল জন তাঁর নিজ ধর্মপাল পদে ফিরে গিয়ে কয়েকজন ধর্মপালকে এক জরুরী সভায় আহ্বান করেন ও সিরিলকে পদচ্যুত করেন, কেননা সিরিলও তাঁর ধর্মপাল পদে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু অচিরেই তাঁরা তাঁদের পূর্ব শত্রুতা পরিহার ক'রে একে অপরকে আবার বন্ধুরূপে বরণ ক'রে নেন ও পরস্পর পরস্পরকে তাদের ধর্মপাল পদে পুনরায় অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু নেস্তরিয়ুসকে পদচ্যুত করার ঘটনা কনস্টান্টিনোপলের মণ্ডলীতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। আগে থেকে তার দুর্ভাগ্যজনক কিছু উক্তির কারণেই ভক্তমণ্ডলী দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যাজকসমাজ সর্বসম্মতিক্রমে তাকে মণ্ডলীচ্যুত ক'রে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা জারি করেন।"

সক্রেটিস, মণ্ডলীর ইতিহাস, ৭ম, ৩৪

কোথাও পাওয়া যায় না, এবং মারীয়া শুধুমাত্র মানব যীশুরই মা হতে পারেন। তার এ মতের বিরোধিতা ক'রে সিরিল খ্রীষ্টের ঐক্য এবং খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের অভিন্ন বিশ্বাস রক্ষা করেন। তিনি খ্রীষ্টের মধ্যে একটি মাত্র স্বভাবের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। সিরিল রোমের ধর্মপাল সেলেষ্টিনুসের পক্ষে যোগ দেন। এই সেলেষ্টিনুসই নেস্তরিয়ুসকে অভিযুক্ত করেছিলেন (৪৩০ খ্রীঃ অঃ)। সিরিল আবেদন জানান নেস্তরিয়ুস যেন এই মর্মে একটি বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন যে, যীশুর মধ্যে ঐশবাণী ও মানুষ একটিমাত্র স্বভাবে সংযুক্ত হয়েছে। নেস্তরিয়ুস আন্তিয়োকে তার সুহৃদ জন ও থিওডরেটের নিকট আবেদন জানান, এবং সিরিলকে আপল্লিনারিয়ুসবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

এরূপ হৈ-হট্টগোলের মুখে সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস ৪৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এফেসাসে একটি মহাসভা আহ্বান করেন এবং অনুরোধ করেন যাতে এতে সমস্ত প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব থাকে। রোমের ধর্মপাল সেলেষ্টিনুস ও হিপ্পোর আগস্তিনও এ মহাসভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন, কিন্তু আগস্তিন সেই বছরেরই আগষ্ট মাসের ৩০ তারিখে প্রাণত্যাগ করেন।

কুমারী মারীয়া ও শিশুপুত্র (সপ্তদশ শতাব্দী)

২। এফেসাসের মহাসভা (৪৩১ খ্রীঃঅঃ)

[৭৩] তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ এ মহাসভার বিক্ষুব্ধ অগ্রগতির বিবরণ দিয়েছেন। সিরিল তাঁর কনস্টান্টিনোপলের প্রতিপক্ষকে অপসারণের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এফেসাসে আসেন। আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপালের বিরোধিতা করাটা ছিল ভীষণ বিপজ্জনক। তাঁর ধর্মপালের পদ ও ধর্মমত যখন বিপন্ন হয়ে পড়ত, তখন তিনি কোন্ পন্থা অবলম্বন করবেন কি করবেন না, তা নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাতেন না। সিরিল তাঁর সঙ্গে নিয়ে আসেন তাঁরই অনুগত পঞ্চাশজনের মত মিশরীয় ধর্মপাল ও অসংখ্য উপহারসামগ্রী। সিরিল একজন সাধু ব্যক্তি ছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা যাবে না তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ সাধুসুলভ ছিল!

মহাসভার উদ্বোধনী দিবসে অনেকের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও এবং সম্রাটের কর্মকর্তাদের ও প্রায় ৬০ জনের মত ধর্মপালের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ২২শে জুন, ৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিরিল মহাসভার উদ্বোধন করেন। নেস্তরিয়ুস ২০০ জন ধর্মপাল কর্তৃক একজন নতুন যুদাস, একজন ভ্রান্ত মতবাদী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত হয়ে পদচ্যুত হন। এ কার্যব্যবস্থায় জনতা আনন্দে আত্মহারা হয়ে মশাল হাতে শোভাযাত্রা করতে করতে ধর্মপালদের সঙ্গে তাঁদের কক্ষ পর্যন্ত যায়। কেননা এ সমস্ত সরলবিশ্বাসী মানুষদের কাছে স্বয়ং খ্রীষ্টই ভ্রান্ত মতবাদ পরাভূত করেছিলেন। যদিও সমস্যাটি নিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলোচনা হয়নি, তবুও "ঈশ্বর-জননী" শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে।

পরবর্তীতে শীঘ্রই নেস্তরিয়ুসের কয়েকজন অনুসারী যেমন এসে পৌঁছেন, ঠিক তেমনি কিছু সংখ্যক ধর্মপালও আসেন যারা নাকি সিরিলের আচরণে ভীষণ অসুবিধায় পড়েছিলেন এবং তাঁকে ও তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের অভিযুক্ত করেন। কিন্তু এতে বুঝার কোন উপায় ছিল না ধর্মপালদের মধ্যে কাকে অভিযুক্ত করা হল বা না হল। নেস্তরিয়ুস ও সিরিল উভয়কে পদচ্যুত করে সম্রাটের প্রতিনিধি সকলকে খুশী করতে চেষ্টা করেন। সিরিল কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হন ও বিজয়ীর বেশে আলেকজান্দ্রিয়ায় ফিরে আসেন। আর নেস্তরিয়ুস সারা জীবন নির্বাসনে অতিবাহিত করেন।

এফেসাসের ধর্মতত্ত্ব ?

এফেসাস মহাসভার ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু সামান্যই ছিল, এর একমাত্র সরকারী বা আনুষ্ঠানিক দলিলটি হচ্ছে – নেস্তরিয়ুসকে অভিযুক্তকরণ। বস্তুতঃপক্ষে, এফেসাস মহাসভা নিসিয়া মহাসভার কর্তৃত্বই জোরদার করে ও খ্রীষ্টের ঐক্যের উপর সবিশেষ জোর দেয়। এরপর থেকে "ঈশ্বর-জননী" শব্দটি নিয়ে আর কোন বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। উপরন্তু ৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে

কাপাদোকিয়ার গুহা উপাসনালয়ে ঈশ্বর জননীর প্রতিকৃতি।

সিরিলের একজন অন্যতম বিরোধিতাকারী আন্তিয়োকের জন একতা ও পুনর্মিলনের প্রস্তাব দেন ঃ 'দু'স্বভাবের মিলন অর্জিত হয়েছে ... এবং এ মিলনের কারণে আমরা স্বীকার করছি যে, পবিত্রা কুমারী হলেন ঈশ্বর-জননী, কারণ ঈশ্বরের বাণী দেহধারণ করেছেন ও মানুষ হয়েছেন।' সিরিল অতি আগ্রহের সঙ্গে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং রোমের ধর্মপাল সিক্সটাস তাদের মতৈক্যের জন্য দু'জনকে অভিনন্দিত ক'রে বিবৃতিটি অনুমোদন করেন।

৩। আরও বাদানুবাদ ক্যালসিডন মহাসভা (৪৫১ খ্রীঃঅঃ) পর্যন্ত

৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ঐক্যসাধন উভয়পক্ষের চরমপন্থীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তখন মূল নায়কদের অনেকেই দৃশ্যপট হতে অপসৃত হন যখন সিরিয়ার অন্তর্গত সাইপ্রাসের ধর্মপাল থিওডোরেট ও কনস্টান্টিনোপলের একজন সন্ন্যাসী ইউটাইকেসের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে যায়। কেননা থিওডোরেট "বিনা সংমিশ্রণে দু'টি স্বভাবের ঐক্য" সম্বন্ধে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম না হয়েও খ্রীষ্টের দু'স্বভাব সমর্থন করতেই থাকেন। পক্ষান্তরে, ইউটাইকেস দাবী করেন যে, খ্রীষ্টের মধ্যে ঐশ স্বভাব মানব স্বভাবকে আত্মীভূত করেছে। তাঁর মতে, আমাদের মত খ্রীষ্টের দেহ একই সারবস্তু দ্বারা তৈরী নয়। কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপাল ফ্লাবিয়ান কর্তৃক আহূত এক ধর্মসভার সময় উক্ত সন্ন্যাসীকে অভিযুক্ত ও মণ্ডলীচ্যুত করা হয়। এ কারণেই ইউটাইকাস রোমের ধর্মপাল লিও ও আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপাল ডাইওকোরাসের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন।

এফেসাসের 'দস্যুতার ধর্মসভা'

থিওডোসিয়াস ছিলেন ইউটাইকেসের একজন বন্ধু। তিনি একটি সভা ডাকেন যেখানে তিনি মূলতঃ ইউটাইকেসের সমর্থকদেরই মাত্র ও রোমের ধর্মপালকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। লিও "ফ্লাবিয়ানের কাছে প্রবন্ধ" বলে অভিহিত [৭৪]
দেহধারণ বিষয়ক তাঁর অভিমত উপস্থাপন করার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তাঁর কয়েকজন প্রতিনিধির উপর। উক্ত বিষয়টি সম্বন্ধে লিও-এর অভিমত ছিল সুস্পষ্ট ঃ তাঁর মায়ের মত খ্রীষ্টেরও ছিল একই স্বভাববিশিষ্ট একটি সত্যিকার দেহ। তাঁর দু'স্বভাবই অক্ষুণ্ন ছিল; এক ব্যক্তির মধ্যে দু'টোই মিলিত হয়। ল্যাটিন ভাষায় স্বভাব ও ব্যক্তি কথা দু'টির মধ্যে প্রভেদ সুস্পষ্ট ছিল, কিন্তু গ্রীক ভাষায় (যথাক্রমে physis ও hypostasis -এর মধ্যে) তা স্পষ্ট ছিল না।

৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দের এফেসাসের মহাসভাটি ছিল প্রধানতঃ ইউটাইকিসের সমর্থকদের সভা। এদের মধ্যে ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার ডাইওসকোরাস, যিনি তাঁর সঙ্গে এনেছিলেন একদল উচ্ছৃঙ্খল সন্ন্যাসী। রোমের ধর্মপালের প্রতিনিধিগণ – যারা গ্রীক ভাষা জানতেন না – তাদের বক্তব্য অন্যদের শুনাতে সক্ষম হলেন না। তুমুল তর্ক-বিতর্কের মধ্যে ফ্লাবিয়ানকে এবং যারা তার সঙ্গে দু'স্বভাবের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে, তাদেরকেও পদচ্যুত করা হয়। অধিবেশনে তুমুল বাকবিতণ্ডার সময় পুলিশকে হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং এতে ফ্লাবিয়ান আহত হয়ে কিছুকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। থেওডোরেত রোমের কাছে আবেদন জানান যেখানে লিও এফেসাসের দস্যুতার ধর্মসভার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ প্রকাশ করেন।

ক্যালসিডনের মহাসভা

নতুন সম্রাট মার্সিয়ান ধর্মীয় নীতি পরিবর্তনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। তিনি লিওকে অনুরোধ করেন যাতে তিনি সভায় এসে সভাপতিত্ব করেন। লিও যেতে পারলেন না, কারণ তখন হুনরা পাশ্চাত্য আক্রমণ করেছিল। রোমের ধর্মপাল এ মহাসভায় তাঁর একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ক্যালসিডনে মহাসভা ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় – বোসফরোস নদীর অপর পাড়ে ক্যালসিডনের সামনাসামনি অবস্থিত ছিল কনস্টান্টিনোপল। এই প্রথমবারের মত একটি বিশ্বজনীন মহাসভার সভাপতিত্ব করেছিলেন রোমের ধর্মপাল। একটি মহাসভাকে সার্বজনীন বা বিশ্বজনীন হতে হলে কি কি পূর্বশর্ত অপরিহার্য, তা নিয়ে আমরা পরে পর্যালোচনা করব। পরস্পর বিরোধী দু'টি প্রতিষ্ঠিত ধর্মগোষ্ঠীর সমর্থকরা সভায় মিলিত হল। ফ্লাবিয়ানকে তার পূর্বতন পদমর্যাদায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হয়। নিসিয়-কনস্টান্টিনোপলীয় বিশ্বাসমন্ত্র/বাণীটি সজোরে পাঠ করা হল (সেই থেকে এটা সন্ধানসূত্ররূপে কাজ করবে) এবং

সেইসঙ্গে পাঠ করা হল সিরিলের পত্রাবলী ও লিও-এর প্রবন্ধ খানা। শেষোক্ত রচনাটি সভায় প্রবল আগ্রহের সঞ্চার করল। 'এটাই হল পিতৃগণের বিশ্বাস, প্রেরিতগণের ধর্মবিশ্বাস ! এটাই আমরা সকলে বিশ্বাস করি ! যারা বিশ্বাস করে না, তাদের উপর অভিশাপ নেমে আসুক ! লিও-এর মধ্য দিয়ে পিতরই এ কথা বলেছেন ... ! স্বয়ং সিরিলই এ শিক্ষা দিয়েছেন ! লিও ও সিরিল একই বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন !'

ডাইওসকোরাসকে পদচ্যুত ক'রে নির্বাসন দেয়া হয়। যারা এফেসাসের ধর্মসভার দস্যুতায় যোগ দিয়েছিল, [৭৪] তাদের উচিত সাজা দেওয়া হয় এবং লিও-এর প্রবন্ধ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে একটি বিশ্বাস-বিবৃতি তৈরী করা হয়েছিল যা নিসিয়-কনস্টান্টিনোপলীয় বিশ্বাস মন্ত্র পরিণত হত ঃ দুই স্বভাবে খ্রীষ্ট এক ব্যক্তি। সেই থেকে এটাই হয়ে উঠে খ্রীষ্টতত্ত্বের মূল ভিত্তি। তবে কৃষ্টিভেদে নতুন নতুন ও সম্পূরক সূত্র যে আমরা খুঁজে পাব না, এমন নয়।

কিছু কিছু শাস্তিমূলক পদক্ষেপও এ মহাসভায় গৃহীত হয়েছিল। পরে আমরা মণ্ডলীর ২৮ নং বিধানটি সম্বন্ধে আলোচনায় ফিরে আসব। 'নতুন কনস্টান্টাইন' অর্থাৎ সম্রাট মহাসভার সিদ্ধান্তমালা অনুমোদন করলেন, কিন্তু পোপ শুধুমাত্র ধর্মতত্ত্ব-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলোর স্বীকৃতি প্রদান করলেন।

৪। আদি বিচ্ছিন্ন মণ্ডলীসমূহ ও খ্রীষ্টতাত্ত্বিক বাদানুবাদের পরিণতি

বিতর্কিত বিষয়গুলোর ভারসাম্যপূর্ণ সূত্রবদ্ধ বিবৃতি প্রদান সত্ত্বেও ক্যালসিডনের মহাসভা শান্তি আনতে পারেনি – বর্তমানকালেও আমরা এটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। খ্রীষ্টতাত্ত্বিক বাদানুবাদ চলতেই থাকল। যারা ক্যালসিডনীয় সংজ্ঞার বিরোধিতা করে, তারা আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বপ্রসূত মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করল। মোনোফিসাইট বা একস্বভাবপন্থী মণ্ডলীগুলো ভেবেছিল তারা খ্রীষ্টের মধ্যে একটি মাত্র স্বভাবের কথা বলে সিরিলের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছে। পক্ষান্তরে নেস্তরিয়ুসপন্থী মণ্ডলীগুলো চেয়েছিল খ্রীষ্টের মধ্যে মানুষ ও ঈশ্বরের দ্বৈততা অক্ষুণ্ণ রাখতে। সে যা-ই হোক, অধিকাংশ

[৭৪] ক্যালসিডন মহাসভার (৪৫১ খ্রীঃঅঃ) ধর্মতাত্ত্বিক সংজ্ঞা

"সুতরাং নিসিয়া ও কনস্টান্টিনোপলের বিচক্ষণ ও হিতকর বিশ্বাস মন্ত্রটি ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রকৃত বিশ্বাসের পূর্বজ্ঞান লাভ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট ... কিন্তু অনেকে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের বশবর্তী হয়ে প্রকৃত সত্যের শিক্ষাদান নষ্ট করতে চেষ্টা করেছে ও তাদের কেউ কেউ দেহধারণ তত্ত্বটি বিকৃত করার দুঃসাহস দেখিয়ে মা মারীয়াকে প্রযোজ্য ঈশ্বর জননী আখ্যাটি অস্বীকার করেছে; আবার কেউ কেউ ভুলভ্রান্তি সৃষ্টি ক'রে খ্রীষ্টের দুই স্বভাবকে মিশিয়ে গুলিয়ে এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে, যীশুতে মানব স্বভাব ও ঐশ স্বভাব এক হয়ে গেছে আর এই সংমিশ্রণের ফলে অদ্বিতীয় পুত্রের ঐশ স্বভাবটি কষ্টভোগ করতে পারে।

এই কারণেই সত্যের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিটি কুটচাল প্রতিরোধ করার জন্য এই অধিবেশনরত পবিত্র সার্বজনীন মহসভা আরম্ভ থেকে অটল ধর্মশিক্ষা অবিকৃতভাবে প্রদান করার জন্যই প্রথমতঃ এই অধ্যাদেশ জারি করেছে যে, ৩১৮ জন ধর্মাচার্য কর্তৃক গৃহিত এই বিশ্বাসমন্ত্র (নিসিয়া) এখন থেকে অলঙ্ঘনীয় হয়ে থাকবে। আবার পবিত্র আত্মার স্বভাবের সম্বন্ধে সে শিক্ষা সমর্থন করেছে যে শিক্ষা পরবর্তীতে দেওয়া হয়েছিল সমরাজ্যের রাজধানীতে সমবেত ১৫০ জন ধর্মাচার্য দ্বারা (কনস্টান্টিনোপল ৩৮) পবিত্র আত্মার বিরোধীদের কারণে। তারা জানিয়েছিলেন যে, তাদের পূর্বসুরীদের দেওয়া শিক্ষায় তারা কোন কিছু যোগ করবেন না শুধু শাস্ত্রের আলোতে পবিত্র আত্মার সম্বন্ধে তাদের অভিমত স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে যারা পবিত্র আত্মার প্রভুত্বকে অস্বীকার করত।

কাজেই পুণ্যাত্মা ধর্মাচার্যগণের সঙ্গে আমরা সকলে সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করছি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এক ও অভিন্ন পুত্র, পরমেশ্বরত্বে হুবহু এক, মানবত্বেও হুবহু এক, সত্য ঈশ্বর ও সত্য মানব, যুক্তিপরায়ণ আত্মা ও দেহবিশিষ্ট, পাপ ব্যতিত আর সমস্ত কিছুতে আমাদেরই মত মানব রূপে পিতার সঙ্গে সমসত্তাবিশিষ্ট; পরমেশ্বরত্বে সমকক্ষরূপে সর্বযুগের পূর্বে পিতা হতে জাত, শেষকালে আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর-জননী কুমারী মারীয়া হতে জন্মগ্রহণ করলেন, মানবত্ব গ্রহণ করেও তিনি এক ও অভিন্ন খ্রীষ্ট, পুত্র, প্রভু, একমাত্র-জাত, প্রভেদহীন ও পরিবর্তনহীন, বিভেদহীন, বিয়োগহীন দু'স্বভাবে স্বীকৃত; ঐক্যের কারণে দু'স্বভাবের মধ্যে প্রভেদটা কোনমতেই লোপ পায় না, বরং প্রত্যেকটি স্বভাবের বৈশিষ্ট্যসূচক স্বধর্ম অক্ষুণ্ন থাকে এবং এক ব্যক্তি ও এক মূল সত্তার (subsistence) মধ্যে যুগপৎ বর্তমান ...।"

টি. এইচ. বিণ্ডলে, বিশ্বাসের সার্বজনীন দলিল, মেথুয়েন ১৯০৬, পৃ: ১৯১-৩।

ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে একালের ভক্তসমাজের বেলায় ভ্রান্ত মতবাদ বা শিক্ষা কথাটি জোরালো অর্থে ব্যবহার করার ব্যাপারে সাবধান থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কে কোন্ পথ বা মত গ্রহণ করবে বা না করবে, তাতে ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নের সঙ্গে রাজনৈতিক বিষয়ও সব সময় সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এসেছে।

সাম্রাজ্যের সীমানার মধ্যে

কনস্টান্টিনোপলের সাম্রাজ্যিক সরকার তার সমস্ত এলাকার ভিতর ক্যালসিডনে গৃহীত বা অনুমোদিত ধর্মমত ('সঠিক ধর্মমত') কায়েম করার দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে তুলে নেয়। অনেক প্রদেশ বা এলাকাই কনস্টান্টিনোপলের গ্রীক সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে তাদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে উক্ত ধর্মমত প্রত্যাখ্যান করে। মিশরে ডাইওস্কোরাস ও সিরিলের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ কপ্টিক ভাষাভাষী একটি জাতীয় মণ্ডলী হিসেবে একস্বভাববাদকে বেছে নেয়। পক্ষান্তরে কিছু সংখ্যক ক্যালসিডনীয় ক্ষমতাপীঠ সংলগ্ন গ্রীকপন্থী সংখ্যালঘুদের মধ্য থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ করে। সিরিয়াতেও অনেকটা একই ব্যাপার ঘটে ঃ সেখানে একস্বভাববাদ হয়ে উঠে সিরীয় ভাষাভাষী খ্রীষ্টানদের ধর্ম। ক্যালসিডনীয়দের নাম দেয়া হয় 'সাম্রাজ্যিক' (imperials সিরীয় ভাষায় melkites)। একস্বভাবপন্থীরা ক্যালসিডনের নতুন প্রবর্তনসমূহের চেয়েও প্রাচীন এক ঐতিহ্য বা শিক্ষাপরম্পরার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ক'রে তাদের উপাসনায় নিসিয়-কনস্টান্টিনোপলীয় বিশ্বাস-মন্ত্র প্রবর্তন করে।

সাম্রাজ্যের বাইরে

সাম্রাজ্যের প্রাচ্য সীমানার বাইরের এলাকাগুলোতেও সমভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিল, যা এ অঞ্চলের মণ্ডলীগুলোকে একস্বভাববাদ বা নেস্তরিয়ুসের মতবাদ গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে সম্রাট এডেসার (ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত উফা) ঐশবিদ্যা শিক্ষালয়টি বন্ধ করে দেন। উক্ত শিক্ষালয়টিকে সম্রাটের নিকট নেস্তরিয়ুসপন্থী শিক্ষালয় ব'লে মনে হয়েছিল। এটি পরে পারস্য এলাকায় নিসিবিসে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে টেসিফোন-এর ধর্মসভায় নেস্তেরিয়ুসবাদ পারস্য সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টানদের সরকারী ধর্ম হয়ে উঠে। সেই সঙ্গে পারস্যের খ্রীষ্টানগণ আশা করেছিলেন তারা কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটের সেবায় নিয়োজিত গুপ্তচর হওয়ার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবেন। পাশ্চাত্য জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পারস্যের নেস্তরিয়ুসপন্থীরা মধ্য এশিয়া ও সুদূর চীন পর্যন্ত তাদের বিশাল প্রচারকার্য পরিচালনা করে। তদানীন্তন চীনের রাজধানী শহরে ৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত পাথরের উপর খোদাই-করা সিরীয়-চীনা ভাষায় একটি সি-গান-ফূ -এর উক্ত ধর্মপ্রচারের উদ্দীপনার সাক্ষ্য বহন করছে। আর আরমেনীয়রা নেস্তরিয়ুসপন্থী পারসিক ও কনস্টান্টিনোপলের গ্রীকদের বিরোধিতায় একস্বভাববাদ গ্রহণ করে। আলেকজান্দ্রিয়ার উপর নির্ভরশীল ইথিওপীয়রা একস্বভাবাদই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছিল।

সম্রাটগণ সর্বদাই আপোষ-মিমাংসার মাধ্যমে ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক ঐক্য অর্জনের আশা পোষণ করতেন। এতে কোন লাভ হয়নি, বরং আরও বেশী বাদানুবাদ ও সহিংসতা সৃষ্টি হয়। দু'টি বিশ্বজনীন মহাসভা (২য় কনস্টান্টিনোপল, ৫৫৩ খ্রীঃ এবং ৩য় কনস্টান্টিনোপল ৬৮১ খ্রীঃ) আবারও খ্রীষ্টতাত্ত্বিক ধর্মতত্ত্বকে বিষয়বস্তুরূপে নেয়। ৩য় কনস্টান্টিনোপল মহাসভা নতুন ধরনের একস্বভাববাদ, যথা – খ্রীষ্টের এক ইচ্ছাশক্তি ও এক ক্রিয়া বা শক্তির নিন্দা করে।

বিশ্বজনীন মহাসভাগুলো বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের সংজ্ঞার্থ ঘোষণাই শুধু করেনি, মহাসভাগুলোতে সাম্রাজ্যের ধর্মপালদের একত্র দেখা-সাক্ষাতেরও সুযোগ হত। তখন প্রতিটি স্থানীয় মণ্ডলীর তার নিজস্ব রীতি-নীতি বা প্রথা ছিল। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন মহাসভা সর্বদা চেষ্টা করেছে একসঙ্গে সেই সকল নিয়ম-কানুন অনুমোদন করতে যার দ্বারা বিভিন্ন খ্রীষ্টসমাজ সংগঠিত হত, বিশেষ ক'রে যেগুলো ধর্মপালদের নিয়োগ ও বিভিন্ন মণ্ডলীর সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপণ করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু তারা এ প্রচেষ্টায় সব সময় সফল হয়নি।

॥৩॥ মণ্ডলীর সংগঠন ও মাণ্ডলিক ঐক্য

১। বিশপগণ ও প্রধান প্রধান নগরী

মাণ্ডলিক সংগঠন রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনের একতরফা আদর্শস্বরূপ ছিল। একটি নগরীর খ্রীষ্টীয় সমাজের প্রধান ছিলেন বিশপ। প্রতিটি নগরী প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রদেশের রাজধানী বা প্রধান নগরীর বিশপ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তিনি প্রাদেশিক পরিষদ আহ্বান করতে পারতেন। প্রদেশে বিশপ
[৭৫] পদের জন্য তিনি কাউকে অনুমোদন ও অভিষিক্ত করতেন। নিসীয় ৪নং ধারায় এটার উল্লেখ আছে। বিশপদের মনোনয়নের জন্য এই ধারা একটি পরিষদীয় পদ্ধতিকেও নির্দেশ করে।

অন্যান্য স্থানের ন্যায় ধর্মপাল-শাসিত এলাকাগুলোতে কোন কোন স্থান অন্যান্য স্থান থেকে বেশী ভাল ছিল। এজন্য ধর্মপ্রদেশ পরিবর্তনের চেষ্টার প্রলোভন এখানে ছিল। তা সত্ত্বেও নিসিয়া মহাসভার ১৫ ধারায় এ রেওয়াজের বিরোধিতা করা হয়। খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে নিয়োজিত ধর্মপালকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর স্বামীরূপ বিবেচনা করা হত। তাই তিনি সেই মণ্ডলী ছেড়ে অন্য মণ্ডলীতে যেতে পারত না। এ নিয়মের কারণেই নাজিয়ানুসের গ্রেগরী কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপালের পদ ত্যাগ করেছিলেন, কেননা তিনি এর আগে মাঝারি আকারের একটি শহরের ধর্মপাল ছিলেন। পরবর্তীতে নিয়মটি বাদ দেয়া হয়।

২। প্রাচ্যমণ্ডলীর পাঁচটি মহাধর্মপালের এলাকার উৎপত্তি

খ্রীষ্টমণ্ডলীর সুপ্রাচীনকাল থেকে ধর্মপালের অধিকারভুক্ত এলাকা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন ক'রে আসছিল, এমনকি তাদের এলাকার বাইরের কয়েকটি এলাকাও। এগুলোর মধ্যে সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরী যেমন – রোম, আলেকজান্দ্রিয়া, আন্তিয়োক এবং কার্থেজও ছিল বাণী প্রচারের মূল ভিত্তিস্বরূপ। এ সব শহরের ধর্মপালগণ যে প্রদেশে অবস্থান করতেন তার চেয়েও বিশাল একটি এলাকার বিভিন্ন বিষয়ে জড়িত হতেন যেমন – বিভিন্ন মহাসভা ডাকা, ধর্মপালদের নিয়োগ করা ইত্যাদি।

সম্রাট ডাইওক্লেশিয়ানের সময় হতে এলাকাগুলো "ধর্মপ্রদেশ"নামে অভিহিত বৃহত্তর এলাকায় দলবদ্ধ করা হয় (চতুর্থ শতাব্দীর শেষে এ ধরনের ধর্মপ্রদেশের সংখ্যা ছিল ১৫) সাম্রাজ্যের প্রাচ্য অংশে ধর্মপ্রদেশগুলো রাজধানীসমূহের ধর্মপালদের – সময় সময় যাদেরকে বলা হত প্রদেশপাল – একটি বিশেষ ভুমিকা ছিল ঃ এমনই অবস্থান ছিল আলেকজান্দ্রিয়া ও আন্তিয়োকের। এদের কারও কারও ধর্মপালদের নিয়োগ করার অধিকার ছিল। এটাই হচ্ছে নিসিয়া মহাসভার ধারা-৬ এবং কনস্টান্টিনোপল মহাসভার ধারা-২এর বিশেষ তাৎপর্য।

[৭৫] তাঁর পদের রাজনৈতিক গুরুত্বের কারণে কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপাল রোমের ধর্মপালের পর বিশেষ সম্মানের
[৭৬] আসনের অধিকারী হয়েছিলেন (কনস্টান্টিনোপল মহাসভার ধারা-৩)। মহাসভার এই সিদ্ধান্তটি রোমের বিরুদ্ধে ছিল না, বরং আলেকজান্দ্রিয়ার বিরুদ্ধেই ছিল, আর দীর্ঘকাল ধরে আলেকজান্দ্রিয়া সাম্রাজ্যের ও মণ্ডলীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নগরী ছিল। পূর্বোক্ত মহাসভাগুলোতে কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপালদের প্রতি আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপালদের বিরূপতা লক্ষ্য করা গেছে।

[৭৬] অনুরূপভাবে জেরুসালেমের ধর্মপালও মনে করতেন জেরুসালেমের বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্যের কারণে তাঁর বিশেষ সম্মান প্রাপ্য। ক্যালসিডন মহাসভার ধারা-২৮ পন্তুস, এশিয়া ও থ্রেসের ৩টি ধর্মপ্রদেশ এবং সেই সঙ্গে নতুন ধর্মান্তরিত অঞ্চলগুলোর একটি বিশাল এলাকার উপর শাসন করার অধিকার প্রদান ক'রে কনস্টান্টিনোপলের অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। এভাবে প্রাচ্যের ৪টি জেলা, যথা – কনস্টান্টিনোপল, আন্তিয়োক, জেরুসালেম ও আলেকজান্দ্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পরে এর সঙ্গে পাশ্চাত্যের রোম জেলাটি যোগ করা হয়। এই ৫টি ছিল মহাধর্মপালের এলাকা যেগুলোকে জাষ্টিনিয়ানের আমলে আইনগত অনুমোদন দেয়া হয়। সময় সময় এটাকে'পঞ্চ শাসন' বলে অভিহিত হয়েছে।

৩। রোমের প্রাধিকারের স্বীকৃতি

বর্তমানকালে আমরা পোপতন্ত্র বা পোপ বলতে যা বুঝি, সে সম্পর্কে আমরা ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে কোন কিছু বলতে পারি না। পিতা হিসেবে তাঁর ভূমিকা নির্দেশ ক'রে যে কোন ধর্মপালের বেলায় সাধারণভাবে 'পোপ' কথাটি ব্যবহৃত হত।

বিশদ আলোচনায় না গিয়ে আমরা বলতে পারি যে, আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপাল মিশর ও লিবিয়ায় যে পদমর্যাদার

মাণ্ডলিক সংগঠন ও বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সংযোগ

[৭৫] নিসিয়া মহাসভার (৩২৫খ্রীঃ) ধারাসমূহ

৪। প্রদেশের সকল ধর্মপাল কর্তৃক কোন ধর্মপাল নিয়োজিত হবেন ঃ যদি জরুরী প্রয়োজনের কারণে কিংবা দূরত্বের জন্য তা করতে অসুবিধা হয়, তাহলে তাঁদের অন্ততঃ তিনজন মিলিত হবেন, এবং অনুপস্থিতরাও ভোট দেবেন ও লিখিতভাবে যোগাযোগ করবেন, তারপরই মাত্র অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে। তবে প্রতিটি প্রদেশেই যা করা হয় তা অনুসমর্থনের কাজটি ছেড়ে দিতে হবে মহানগরীর ধর্মপালদের হাতে।

৬। মিশর, লিবিয়া ও পেন্টাপলিসের প্রাচীন প্রথা অব্যাহত থাকুক, একই ভাবে আন্তিয়োক ও অন্যান্য প্রদেশে মণ্ডলীসমূহের প্রাধিকার অব্যাহত থাকুক।

১৫। মস্ত বিশৃঙ্খলা ও মতানৈক্যের কারণে কোন কোন স্থানে বর্তমান ধারা পরিপন্থী প্রচলিত রীতি পুরোপুরি বাতিল হয় এই মর্মে অধ্যাদেশ জারি করা হয় যেন কোন ধর্মপাল, যাজক কিংবা কোন পরিসেবক শহর হতে শহরে স্থানান্তরিত না হন। যদি এই পবিত্র ও মহা ধর্মসভার অধ্যাদেশের পর কেউ এ ধরনের কোন কিছু করার চেষ্টা চালান, কিংবা তার এ ধরনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন। তাহলে তাঁর স্থানান্তর বাতিল হয়ে যাবে এবং তাঁকে ফিরে যেতে হবে সেই মণ্ডলীতে যার জন্য তিনি ধর্মপাল বা যাজকরূপে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

[৭৬] কনস্টান্টিনোপল মহাসভার (৩৮১ খ্রীঃ) ধারাসমূহ

২। ধর্মপালগণ তাঁদের ধর্মপ্রদেশ অতিক্রম ক'রে তাঁদের সীমানার বাইরে অবস্থিত গির্জাগুলোতে যাবেন না কিংবা বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলীর মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করবেন না; কিন্তু মণ্ডলীর বিধি অনুযায়ী আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মপালই মাত্র মিশরের ব্যাপার দেখাশুনা করুক ঃ প্রাচ্যের ধর্মপালগণই মাত্র প্রাচ্য নিয়ন্ত্রণ করুক, আন্তিয়োক মণ্ডলীর যে বিশেষাধিকার, যেগুলো নিসিয়া মহাসভার বিভিন্ন ধারায় উল্লেখ রয়েছে এশিয়ার ধর্মপালগণ শুধু এশীয় ব্যাপার পরিচালনা করুক; এবং পন্তুসের ধর্মপালগণ শুধুমাত্র পন্তুসের বিষয়াবলী পরিচালনা করুক; আর থ্রেসের ধর্মপালগণ থ্রেসের বিষয়াদি পরিচালনা করুক ...।

তবে কনস্টান্টিনোপলের ধর্মপালের রোমের ধর্মপালের পর সম্মানের বিশেষাধিকার থাকবে; কেননা কনস্টান্টিনোপল হচ্ছে নতুন রোম।

[৭৭] কালসিডন মহাসভার (৪৫১ খ্রীঃ) ধারা-২৮

সর্বক্ষেত্রে মণ্ডলীর পুণ্যাত্মা পিতৃগণের সিদ্ধান্ত অনুসরণ ক'রে এবং সম্রাট থিওডোসিয়াসের আমলে নতুন রোম কনস্টান্টিনোপলের (কনস্টান্টিনোপল ২, নীচে দ্রষ্টব্য) সম্রাটের নগরীতে সমবেত ঈশ্বরের প্রিয় ১৫০জন ধর্মপাল প্রণীত সবেমাত্র পাঠ করা ধারাটি স্বীকার ক'রে আমরাও নতুন রোম কনস্টান্টিনোপলের পবিত্রতম মণ্ডলীর বিশেষাধিকার সম্পর্কে একই আইন পাশ ও অধ্যাদেশ জারি করছি। মণ্ডলীর পিতৃগণ যথার্থই প্রাচীন রোমের ধর্মপাল আসনকে বিশেষাধিকার প্রদান করেছিলেন, কেননা তা ছিল রাজকীয় নগরী। এই বিবেচনার দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ১৫০ জন অতি ধর্মপরায়ণ ধর্মপাল নতুন রোমের ধর্মপাল আসনকেও সমান বিশেষাধিকার প্রদান করেছে শুধুমাত্র এই বিচারে যে, শহরটি সম্রাট ও সিনেটের দ্বারা সম্মানিত এবং প্রাচীন সাম্রাজ্যিক রোমের সঙ্গে সমান বিশেষাধিকার ভোগ করছে যার জন্য মাণ্ডলিক কার্যকলাপে অতি গুরত্বপূর্ণ ও রোমের পর দ্বিতীয় স্থান প্রাপ্ত। এইভাবে পন্তুস, এশিয়া ও থ্রেস ধর্মপ্রদেশে মহাধর্মপালগণই বর্বরদের মধ্যে অবস্থিত ধর্মপ্রদেশগুলোর ধর্মপালগণও কনস্টান্টিনোপলের পবিত্রতম মণ্ডলীর পবিত্রতম আসনের ধর্মপালদের দ্বারা অভিষিক্ত হবেন ...।

অধিকারী ছিলেন, তার সঙ্গে তুলনা করলে রোমের ধর্মপালও ল্যাটিন পাশ্চাত্যে অনুরূপ পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তবে, শুরু থেকেই রোমের খ্রীষ্টমণ্ডলী বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। এর জন্য রোমের মণ্ডলী দু'জন প্রেরিতশিষ্য পিতর ও পলের উপস্থিতি ও সাম্রাজ্যের রাজধানীতে তার অবস্থার কাছে ঋণী। পক্ষান্তরে, রোমের ধর্মপালগণ অন্যান্য মণ্ডলীসমূহের জীবনে একটি ভূমিকা রাখতেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা স্মরণ করতে পারি কিভাবে রোমের ক্লেমেন্ট ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে করিন্থ মণ্ডলীকে প্রচলিত রীতি মেনে চলতে অনুরোধ করেছিলেন, কিভাবে ১৯০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে যে সকল ধর্মপাল রোমের মত একই দিনে পুনরুত্থান পার্বণ পালন করেননি, তাঁদেরকে ভিক্টর মণ্ডলীচ্যুত করেছিলেন; এবং কিভাবে রোমের ধর্মপাল স্তেফান ভ্রান্ত মতবাদীদের দীক্ষাস্নান প্রদানের জন্য সিপ্রিয়ানকে সমালোচনা করেছিলেন ইত্যাদি। তবে এ কথা বুঝতে হবে যে, এ ধরনের হস্তক্ষেপ কিন্তু সব সময় গৃহীত বা অনুমোদিত হয়নি। ইরেনিউসের ধারণায় ভিক্টরের ব্যবহার বেশী ভাল ছিল না। পক্ষান্তরে, সমস্ত প্রাচ্য মণ্ডলী সর্বদাই রোমের মণ্ডলীকে সম্মানের আসন দিয়েছে। তারা বিভিন্ন সমস্যার সময়, দৃষ্টান্তস্বরূপ আরিয়ুসবাদী সংকটের সময়, কিংবা খ্রীষ্টতাত্ত্বিক বাদানুবাদের সময় (লিও-এর নিকট আবেদন) রোমের নিকট আবেদন করতেন।

মণ্ডলীর সংগঠন ও বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে সংযোগ

[৭৮] রোমের ধর্মপাল পিতরের নিকট দেয়া প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারী হয়েছেন

"সর্বজাতির আহ্বানে জগতের মধ্য হতে একমাত্র পিতরই তত্ত্বাবধায়ক হবার জন্য মনোনীত হয়েছিলেন; একমাত্র তাঁকেই সকল প্রেরিতশিষ্য ও সমস্ত পিতৃগণের প্রধান করা হয়েছিল। তাই যদিও ঈশ্বরের জনগণের মধ্যে অসংখ্য যাজক ও অসংখ্য পালক থাকতে পারে, তথাপি একমাত্র তিনিই তাঁর ব্যক্তিগত পদমর্যাদার গুণে তাদের সকলকে শাসন করবেন স্বয়ং খ্রীষ্ট ও প্রধান হিসাবে। তাঁর সদিচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ ঈশ্বর এই লোকটিকে তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগে এক বিরাট ও অপূর্ব ভূমিকা প্রদান করলেন।

সাধু পিতরকে বলা হয়েছিল, "আমি তোমাকে দান করব স্বর্গরাজ্যের চাবি...।" বস্তুতঃপক্ষে এই ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার অন্যান্য প্রেরিতশিষ্যের কাছে এসেছে। এ ক্ষমতা দান থেকে যে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা সাম্রাজ্যের সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তবে সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব যদি শুধু একজনের উপরে ন্যস্ত করা হয় তাহলে এখানে বিশেষ একটি কারণ ছিল। বাস্তবিকপক্ষে, ব্যক্তিগতভাবে যদি পিতরকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়েই থাকে, তাহলে এর কারণ এই যে, পিতরের শাসনকে মণ্ডলীর সকল নেতৃবর্গের সামনে আদর্শরূপে স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর সমতার গুণে যেখানে একটি রায় দেয়া হয়, সেখানে পিতরের এই বিশেষাধিকার সর্বদাই থেকে যাবে .... পিতরকে, এই উত্তম রাখালকে, আমাদের দায়িত্বপদে আসীন হওয়ার এই বার্ষিকী উৎসর্গ করি; তাঁকেই আমরা এই উৎসব নিবেদন করি, কেননা তাঁর রক্ষণাবেক্ষণেই আমরা তাঁর পদের সঙ্গে সংযুক্ত হবার যোগ্য হয়ে উঠেছি ....।"

মহামতি লিও, ধর্মোপদেশ ৪র্থ (৯৫)

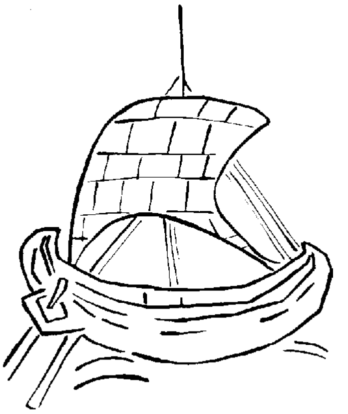

রাভিনা মোজাইক শিল্পকর্ম

রোমের ধর্মপালগণ কনস্টান্টিনোপলের উত্থান সম্বন্ধে নৈরাশ্যমূলক ধারণা পোষণ করতেন। তাঁরা এই ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন যে, রোমের রাজনৈতিক অবক্ষয় ডেকে মণ্ডলীর অবক্ষয়ও আসবে। অধিকন্তু, চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তারা স্মরণ করিয়ে দিতে থাকেন যে, পিতর হতে উত্তরাধিকারসূত্রে তাদের প্রাধিকারের উৎপত্তি হয়েছে। আর তাই তারা রোমকে "প্রেরিতিক আসন" আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। মহামতি লিও কালসিডন মহাসভার ধারা-২৮ প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল কনস্টান্টিনোপলের অধিকারের এখতিয়ার অসামঞ্জস্য-পূর্ণভাবে বিস্তৃত হচ্ছিল।

কালসিডনের মহাসভা রোমের ধর্মপালের ধর্মতাত্ত্বিক ভূমিকাকে বড় ক'রে দেখে। 'লিও-এর মধ্য দিয়ে স্বয়ং পিতর কথা বলেছেন।' বিশেষভাবে রোমীয় একটি মহাসভায় ৩৮২ খ্রীষ্টাব্দে যা করা হয়েছিল সেভাবে লিও মথি ১৬:১৮-১৯ পদকে একটি ভিত্তিরূপে ব্যবহার করেন যা থেকে এক প্রাধিকার-সংক্রান্ত ঐশতত্ত্বের উদ্ভব হয়। লিও [৭৮]
মনে করেন যে, পিতরের উত্তরাধিকারীরূপে সমগ্র মণ্ডলী পরিচালনা করার অধিকার ও কর্তব্য তাঁর রয়েছে। অন্যান্য ধর্মপালের কর্তব্য হচ্ছে "তাঁর পালকীয় কাজে অংশীদার হওয়া, কিন্তু তাঁর ক্ষমতার পূর্ণতায় নয়"। লিও মনে করতেন রোমের ধর্মপাল বিশ্বজনীন ধর্মপালরূপে, ধর্মপালগণের একজন ধর্মপালরূপে, ধর্মপালের কর্তৃত্বের উৎসরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

এর আরও পরে মহামতি গ্রেগরী পোপকে অন্যান্য ধর্মপালদের মধ্যে একজন ধর্মপাল মনে করতেন, তিনি অন্যান্য ধর্মপালদের প্রধান মাত্র। আজকাল আমরা ধর্মপালগণের সংবদ্ধতার কথা ব'লে থাকি যা কিনা প্রাচ্যের ধর্মপালের শাসন-সংক্রান্ত ঐশতাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সেই সূত্রে অধিকতর বিশ্বজনীন ধারণা।